এলডি অটোমোটিভ প্রাঃ লিঃ

বনাম

বাণিজ্যিক কর কর্মকর্তা, যিনি এখন সহকারী কমিশনার (সিটি) পদে উন্নীত হয়েছেন এবং অন্যান্যরা

(২০১৮ সালের দেওয়ানি আবেদন নং ১০৪১২-১০৪১৩)

১২ অক্টোবর, ২০১৮

[এ. কে. সিকরি এবং অশোক ভূষণ, বিচারপতিদ্বয়]

তামিলনাড়ু ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স আইন, ২০০৬: ধারা ১৯(১১) – ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট – দাবি – পাওয়ার যোগ্যতা – মামলার বিবরণ অনুযায়ী, আবেদনকারী করদাতা ক্রয়ের উপর প্রদত্ত ট্যাক্সের ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করেন – আবেদনকারী তার রিটার্ন দাখিলের সময় অর্থাৎ কর বর্ষ ২০০৭-২০০৮ এর জন্য ট্যাক্স চালানের অভাবে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করতে পারেননি – পরে, ৬ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে চালান প্রাপ্তির পর সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করেন – মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষ ধারার ১৯(১১) এর সময়সীমার উপর নির্ভর করে বিলম্বিত দাবি হিসেবে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের সুবিধা অস্বীকার করেন – করদাতার রিট আবেদনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ – উচ্চ আদালত রিট আবেদন বাতিল করে ধারা ১৯(১১) এর বৈধতা স্থাপন করেন – আবেদন কর্তৃক রায়: উচ্চ আদালতের রায়ে কোনো ত্রুটি নেই যা ধারা ১৯(১১) এর বৈধতা বজায় রেখেছে – ইনপুট ক্রেডিট হলো করদাতার জন্য আইনগত ব্যবস্থায় প্রদত্ত সুবিধা/ছাড় এবং এটি কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করতে হয় – ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট কখন দেয়া হবে এবং কখন অস্বীকার করা হবে তা ধারা ১৯ তে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে যা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা এবং ধারা ৩(৩) অনুযায়ী সুবিধা কেবল তখনই দাবি করা যাবে যখন ধারা ১৯ এর শর্তাবলী পূরণ হয় – ধারা ১৯(১১) দ্বারা নির্ধারিত আইনগত ব্যবস্থা অযৌক্তিক নয় এবং করদাতার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১)(গ) দ্বারা প্রদত্ত অধিকার লঙ্ঘন করে না – ধারা ১৯(৬) থেকে ১৯(১০) পর্যন্ত ধারাগুলো ধারা ৩(৩) এর সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ নয় যা নিবন্ধিত করদাতার কর কমানোর অনুমতি দেয় – ধারা ১৯(১১) ইনপুট ক্রেডিটের জন্য একটি প্রসারিত সময়সীমা দেয় যা কোনো মাসে দাবী না করলে আর্থিক বছরের শেষ বা ক্রয়ের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে যে কোন সময়ে দাবী করা যেতে পারে, যেটি পরে হয় – ধারা ১৯(১১) করদাতাকে ইনপুট ক্রেডিট দাবী করার জন্য অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে – 'দাবী করতে হবে' শব্দগুচ্ছের অন্য কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই – সুতরাং, ধারা ১৯(১১) এর নির্ধারিত সময়সীমা বাধ্যতামূলক – আইন অনুসারে কোনো কর্তৃপক্ষের এই বাধ্যতামূলক শর্তকে শিথিল করার ক্ষমতা নেই –

অধিনিয়ম কোনো সময়সীমা বাড়ানোর সূচনা না করায়, যা ইনপুট কর ক্রেডিট দাবি করার শর্ত, সেই সময়সীমা মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষ বাড়াতে পারেনি।

আবেদনসমূহ বাতিল করে আদালত রায় দিয়েছে:

আদেশ: ধারা ১৯(১১) কি ভারতের সংবিধানের ধারা ১৪ এবং ১৯(১)(গ) লঙ্ঘন করে এবং ধারা ১৯(১১) কি তামিলনাড়ু মূল্য সংযোজিত কর আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩(৩)-এর সঙ্গে বিরোধপূর্ণ?

১.১ ইনপুট কর ক্রেডিট তামিলনাড়ু মূল্য সংযোজিত কর আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩ অনুযায়ী অনুমোদিত হয়, যা "পণ্যের বিক্রয়ে কর ধার্যকরণ" বিষয়ক বিধান। ধারা ৩ একটি কর আরোপের ধারা, যা পণ্যের বিক্রয়ে কর ধার্য করে। উপ-ধারা (৩) একই ব্যবস্থার অংশ, যেখানে নিবন্ধিত ডিলার কর্তৃক উপ-ধারা (২) অনুযায়ী প্রদেয় কর হ্রাস পাবে, বিধি মোতাবেক, সেই পরিমাণ কর দিয়ে যা তার ক্রয়কৃত পণ্যের উপর প্রদান করেছে।

১.২ ধারা ৩(৩) বিধান করে যে, নিবন্ধিত ডিলার কর্তৃক উপ-ধারা (২) অনুযায়ী প্রদেয় কর হ্রাস করা হবে, বিধি মোতাবেক, সেই পরিমাণ কর পর্যন্ত যা সে রাজ্যের প্রথম সূচির পার্ট-বি এবং পার্ট-সি-র অন্তর্ভুক্ত পণ্য ক্রয়ে প্রদান করেছে এবং সেই পণ্য বিক্রেতা নিবন্ধিত ডিলার। ধারা ৩ উপ-ধারা (৩) এমন একটি বিধান যা নিবন্ধিত ডিলারকে কর ক্রেডিট পাওয়ার অধিকার দেয় এবং যা ধারা ১৯-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ধারা ১৯-এর সঙ্গে বিরোধপূর্ণ বলে ধারা ৩(৩)-এর ওপর করা যুক্তি সম্পূর্ণ ভুল। ধারা ৩ উপ-ধারা (৩)-এ যা নির্দেশিত হয়েছে, তা ধারা ১৯-এ বিস্তৃত ও ব্যাখ্যিত। ধারা ৩ উপ-ধারা (৩) অনুসারে কর হ্রাস করণ হবে ধারা ১৯-এ প্রদত্ত নিয়ম এবং শর্ত অনুসারে। ধারা ১৯(১১)-এ ইনপুট কর ক্রেডিট দাবি করার একটি শর্ত আছে। ধারা ১৯-এর মধ্যে অন্যান্য বিধানও আছে যেখানে ইনপুট কর ক্রেডিট দেওয়া হয় না, যেমন ধারা ১৯(৬) থেকে ধারা ১৯(১০)।

১.৩ ধারা ১৯(৬) থেকে ধারা ১৯(১০) ধারা ৩(৩)-এর সঙ্গে বিরোধপূর্ণ নয়, যা নিবন্ধিত ডিলারের কর হ্রাসের অনুমতি দেয়। কখন ইনপুট কর ক্রেডিট দেওয়া হবে এবং কখন না দেওয়া হবে, তা ধারা ১৯-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা একটি স্বনির্ভর ব্যবস্থাপনা। ধারা ৩ উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী

সুবিধা পেতে হলে ধারা ১৯-এ উল্লিখিত শর্তাবলী পূরণ করতে হবে।

১.৪ এই প্রেক্ষিতে সময়সীমা সরাসরি বিধি ১৯(১১)-এ নির্ধারিত রয়েছে যা আইনের অংশ এবং এটি বিধি ৩-এর উপবিধি (৩)-এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে।

১.৫ ইনপুট ক্রেডিট হল করদাতাকে বিধানসভার অধীনে প্রদত্ত একটি সুবিধা/ছাড়। এই সুবিধা লাভ করা যায় কেবলমাত্র বিধানসভার নিয়মাবলী অনুসারে।

১.৬ ইনপুট কর ক্রেডিট শুধুমাত্র তামিলনাড়ু মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০০৬-এর বিধি ১৯-এর অধীন উল্লিখিত শর্তাবলী অনুসারে প্রযোজ্য। এই আদালতের জয়ম এবং কোম্পানি মামলার বিধি ৩(২), ৩(৩) এবং বিধি ১৯(২)-এর ব্যাখ্যা এখানে প্রযোজ্য, যেভাবে একই বিধি ৩(২), ৩(৩) এবং বিধি ১৯(১১) এর বিধান বিবেচনা করা হয়েছে। বিধি ১৯(১১) দ্বারা নির্ধারিত বিধানসভার নিয়ম কোনরূপ স্বেচ্ছাচারিতা বা করদাতার সাংবিধানিক অধিকার, যা বিধি ১৯(১)(গ) অনুচ্ছেদ দ্বারা নিশ্চিত, লঙ্ঘন করে না। অতএব, বিধি ১৯(১১)-এর বৈধতা স্বীকৃতির ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়ে কোনো ত্রুটি নেই।

জয়ম এবং কোম্পানি বনাম সহকারী কমিশনার এবং অন্য (২০১৬) ১৫ এসসিসি ১২৫ : [২০১৬] ৬ এসসিআর ৭৮৭ – উদ্‌ধৃত।

সেলস ট্যাক্স অফিসার, পোঁকুন্নাম এবং অন্য বনাম কে.আই. আব্রাহাম এআইআর (১৯৬৭) এসসি ১৮২৩ – অপ্রযোজ্য বলে ধার্য।

কমিশনার অব সেন্ট্রাল এক্সাইজ, মাদ্রাস বনাম হোম আশোক লে ইল্যান্ড লিমিটেড (২০০৭) ৪ এসসিসি ৫১ : [২০০৭] ৪ এসসিআর ৯০ – পৃথকীকৃত।

আর. কে. গার্গ বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (১৯৮১) ৪ এসসিসি ৬৭৫ : [১৯৮২] ১ এসসিআর ৯৪৭; কৈলাশ চন্দ্র এবং অন্য বনাম মুকুন্দিলাল এবং অন্যান্য (২০০২) ২ এসসিসি ৬৭৮ : [২০০২] ১ এসসিআর ৬০৫; গডরেজ এবং বয়স ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যরা বনাম কমিশনার অব সেলস ট্যাক্স এবং অন্যরা (১৯৯২) ৩ এসসিসি ৬২৪ : [১৯৯২] ৩ এসসিআর ৬৮৩; ইন্ডিয়া এজেন্সিস (নিবন্ধিত), ব্যাঙ্গালোর বনাম অতিরিক্ত কমিশনার অব কমার্শিয়াল ট্যাক্সেস, ব্যাঙ্গালোর (২০০৫) ২ এসসিসি ১২৯ : [২০০৪] ৬ সম্পূরক

এসসিআর ১৯৮৭; কর্ণাটক রাজ্য বনাম এম. কে. অ্যাগ্রো টেক (প্রা.) লি. (২০১৭) ১৬ এসসিসি ২১০ – উল্লেখিত।

১. বিষয়টি এই যে, ধারা ১৯(১১) কি একটি নির্দেশনামূলক বিধান, যার অমান্যতা আবেদনকারীদের ইনপুট কর ঋণ অস্বীকারের জন্য ভিত্তি হতে পারে না; এবং আবেদনকারীদের ইনপুট কর ঋণ অস্বীকার করা কি ২০০৬ সালের মূল্য সংযোজন কর আইন অনুযায়ী প্রণীত প্রকল্পের পরিপন্থী?

২.১ ইনপুট কর ঋণ প্রদান সংক্রান্ত শর্তসমূহ সবই ধারা ১৯–এ বর্ণিত। যে শর্তের অধীনে ছাড় ও সুবিধা প্রদান করা হয় তা সর্বদাই কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়। যদি এই মত গ্রহণ করা হয় যে ধারা ১৯(১১)-এ যে সময়সীমা নির্ধারিত আছে তা প্রযোজ্য নয়, তবে এই বিধানটি অতিরিক্ত নমনীয় হয়ে যায় এবং ইনপুট কর ঋণের দাবির যাচাইয়ে অসংখ্য জটিলতা সৃষ্টি করে। কর সংক্রান্ত বিধি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঠামো বহন করে যা কর আরোপ, হিসাব ও সংগ্রহের বিধান নির্ধারণ করে। কর মূল্যায়নের জন্য যেই সময়সীমার মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে হয়, তা বিক্রেতার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। ধারা ১৯(১১)-এ 'উচিত' শব্দটির ব্যবহার অন্য কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না, বরং এটি স্পষ্ট করে যে ইনপুট কর ঋণের দাবি নির্ধারিত সময়সীমার বাইরে করা যায় না। ধারা ১৯(১১) আসলে ইনপুট কর ঋণের দাবির জন্য অতিরিক্ত সময়সীমা নির্ধারণ করেছে। বিধিসমূহ অনুযায়ী, পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে সময়মতো রিটার্ন দাখিল করতে হবে। তামিলনাড়ু মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ২০০৭–এর বিধি ৭ রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত।

২.২ সুতরাং, ধারা ১৯(১১) ইনপুট কর ঋণের জন্য একটি বর্ধিত সময়সীমা নির্ধারণ করেছে, যা কোনও মাসে দাবি না করলে আর্থিক বছরের শেষের পূর্বে অথবা ক্রয়ের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে যেটি পরবর্তী, সেই সময়সীমার মধ্যে দাবি করা যেতে পারে। ধারা ১৯(১১)-এর বিধানটি এইভাবে বিক্রেতাকে বর্ধিত সময়সীমায় ইনপুট কর ঋণ দাবি করার জন্য একটি অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে। "দাবি করিতে হইবে" এই শব্দগুলোর অন্য কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। সুতরাং, ধারা ১৯(১১)-এ নির্ধারিত সময়সীমা একটি বাধ্যতামূলক বিধান।

দলচাঁদ বনাম পৌরসভা, ভোপাল এবং অন্যান্য (১৯৮৪) ২ এস সি সি ৪৮৬ – প্রযোজ্য নয় বলে গণ্য।

প্রশ্ন এই যে, কর নির্ধারণকারী কর্তৃপক্ষগণ কি তামিলনাড়ু মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০০৬-এর ধারা ১৯(১১)-এ নির্ধারিত সময়সীমার বাইরে ইনপুট কর ঋণ দাবি করার সময়সীমা বাড়াইতে পারিতেন কি না।

৩. তামিলনাড়ু মুল্য সংযোজন কর আইন, ২০০৬ অনুসারে, ধারা ১৯(১১)-এর অধীন যে বাধ্যতামূলক শর্ত আরোপ করা হয়েছে, সেই শর্ত লঙ্ঘনের ক্ষমতা আইন অনুসারে কোনো কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়নি। কর আরোপ সংক্রান্ত আইনকে কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়। এর মধ্যে কিছু পড়ে নেওয়া যায় না, কিছু ধারণা করে নেওয়া যায় না এবং যে ভাষা কর আরোপ সংক্রান্ত আইনে ব্যবহৃত হয়েছে, তা ন্যায্যভাবে বিচার করতে হয়। কর আরোপ সংক্রান্ত আইনে যে সুবিধাগুলি প্রদান করা হয়েছে, তা তাতে উল্লিখিত শর্তাবলী এবং নিয়মাবলীর অধীনেই প্রদান করতে হবে। এই আইন যেখানে ইনপুট কর ঋণ দাবি করার জন্য সময় বাড়ানোর কোনো নির্দেশ বা ইঙ্গিত দেয়নি, সেখানে এই মর্মে যে দাবি করা হয়েছে যে মূল্যায়নকারী কর্তৃপক্ষ সময়সীমা বাড়াতে পারতেন, তা ভিত্তিহীন এবং গ্রহণযোগ্য নয়।

সুরিন্দর সিং বনাম কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্যান্য (১৯৮৬) ৪ এস সি সি ৬৬৭ : [১৯৮৬] ৩ এস সি আর ৯৪৬ – বিশিষ্ট।

মামলার আইনের তথ্য

[২০১৬] ৬ এস সি আর ৭৮৭	নির্ভর করা	অনুচ্ছেদ ৩৭
[১৯৮২] ১ এসসিআর ৯৪৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৭
[২০০২] ১ এসসিআর ৬০৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
এআইআর (১৯৬৭) এসসি ১৮২৩	প্রযোজ্য নয় বলে গণ্য করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৭
[২০০৭] ৪ এসসিআর ৯০	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ৩১
[১৯৯২] ৩ এসসিআর ৬৮৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩২
[২০০৪] ৬ সাপ্লিমেন্ট এসসিআর ১৯৮৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৩
(২০১৭) ১৬ এসসিসি ২১০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৪
(১৯৮৪) ২ এসসিসি ৪৮৬	প্রযোজ্য নয় বলে গণ্য করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪২
[১৯৮৬] ৩ এসসিআর ৯৪৬	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ৪৬

দেওয়ানী আবেদন বিচারধিকার : দেওয়ানী আবেদন নম্বর ১০৪১২-১০৪১৩, ২০১৮ সালের।

২০১০ সংখ্যক রিট আবেদন নম্বর ৫৩৮৫ এবং ৫৩৮৬-র প্রেক্ষিতে মাদ্রাজের উচ্চ ন্যায়ালয়ে ১৭ জুলাই ২০১৩ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ হইতে।

সঙ্গে

দেওয়ানী *আপীল নং ১০৪১৪-১০৪৫০, ১০৪৫১-১০৪৫৫, ১০৪৯৮-১০৪৯৯, ১০৪৫৬-১০৪৮১, ১০৪৮২-১০৪৯৭, ১০৫০৯-১০৫১৩, ১০৫০৩-১০৫০৭, ১০৫২৩, ১০৫২৫-১০৫২৭, ১০৫৪৪, ১০৫২২, ১০৫২৪, ১০৫১৯-১০৫২১, ১০৫০০-১০৫০২, ১০৫০৮, ১০৫১৬-১০৫১৮, ১০৫৪৩, ১০৫১৪-১০৫১৫, ১০৫২৮, ১০৫৩৪-১০৫৩৮, ১০৫২৯-১০৫৩২, ১০৫৩৩, ১০৫৩৯-১০৫৪২, ১০৫৪৯, ১০৫৪৫-১০৫৪৮, ১০৫৫০, ১০৫৫১-১০৫৫৩, ১০৫৫৪-১০৫৫৮, ১০৫৫৯- ২০১৮ সালের।*

এস. কে. বাগারিয়া, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, বিজয় নারায়ণ, আইন মহাপরামর্শদাতা, তামিলনাড়ু, রাজীব মিশ্র, সানন্দ রামকৃষ্ণন, মদন মোহন বোর, আর. হেমলতা, এস. নিথিন, শ্রী অরুণিমা সিংহ, পি. আর. কোভিলান, ভি. বাসুদেবন, শ্রী গীতা কোভিলান, ই. আর. কুমার, অজিত কুমার সিংহ, আদিত্য শর্মা, আকাশ জিন্দাল ফর এম/এস পারেখ এন্ড কো., টি. আর. বি. শিবকুমার, এস. নন্দকুমার, এম. সাউন্দরসরনকুমার, শ্রী দীপিকা নন্দকুমার, সুগম কুমার ঝা, নরেশ কুমার, আর. আনন্দ পদ্মনাভন, শশী ভূষণ কুমার, গৌতম নারায়ণ, শ্রী মহামায়া চট্টোপাধ্যায়, শ্রী শিবানী বিজ, কে. ভি. বিজয়কুমার, শ্রী প্রভা স্বামী, মহেশ আগরওয়াল, শ্রী সদাপূর্ণা মুখার্জী, ই. সি. আগরওয়ালা, শ্রী রেশমি নন্দকুমার, নিখিল স্বামী, শ্রী দিব্যা স্বামী, শ্রী প্রভ স্বামী, বিনোধ কন্না বি., এ. শ্রীরাম, বি. বলাজি, কে. ভি. বিজয়কুমার, পক্ষভুক্ত আইনজীবীগণের পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেন

অশোক ভূষণ, বিচারপতি:

১। দেরি মাফ করা হইল। অনুমতি প্রদান করা হইল।

২। এই সমস্ত আপীল একই রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা হইয়াছে, যাহা ১৭.০৭.২০১৩ তারিখে মাদ্রাজ উচ্চ আদালত প্রদান করিয়াছিল এবং যাহাতে উচ্চ আদালত একত্রে শুনানি করিয়া দায়েরকৃত একাধিক রিট আবেদন খারিজ করিয়াছিল। উক্ত রিট আবেদনের মূল চ্যালেঞ্জ ছিল তামিলনাড়ু মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৯(১১)-এর বিধান। এই আপীল গুচ্ছের বিষয়বস্তু উপলব্ধির জন্য নাগরিক আপীল নং ১০৪১২-১০৪১৩ বর্ষ ২০১৮, যাহা দেওয়ানি বিশেষ অনুমতি আবেদনের নং ৩৬১১২-৩৬১১৩ বর্ষ ২০১৩ (এ. এল. ডি. অটোমোটিভ প্রাইভেট লিমিটেড বনাম বাণিজ্য কর আধিকারিক ও অন্যান্য)-এর ফলশ্রুতিতে উদ্‌ভূত, সেই মামলার তথ্য বিবরণই যথেষ্ট।

৩। আবেদনকারী কোম্পানিটি তামিলনাড়ু মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০০৬ অনুযায়ী একটি নিবন্ধিত ব্যবসায়ী। আবেদনকারী কোম্পানিটি মোটরযান ভাড়াদান ও বহর ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহৃত মোটরযানের পুনরায় বিক্রয় ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় মুম্বাইতে অবস্থিত। আবেদনকারীর প্রধান কার্যালয় তামিলনাড়ুর স্থানীয় নিবন্ধিত ডিলারদের সঙ্গে গাড়ির ক্রয়মূল্য নিয়ে আলোচনা করে এবং উক্ত ডিলারদের নিকট ক্রয় আদেশ প্রদান করে,

যাহার সঙ্গে তামিলনাড়ু মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০০৬ অনুযায়ী প্রযোজ্য করসহ অর্থ প্রদান করা হয়। নিবন্ধিত বিক্রেতা কর চালান জারি করেন, যখনই যন্ত্রচালিত যানবাহন আবেদনকারীর নিকট হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত হয়। আবেদনকারীর হিসাবের খাতায় যানবাহনের ক্রয়ের তারিখটি গাড়ি হস্তান্তরের তারিখের সঙ্গে একই। উক্ত ক্রয়ের কর চালানগুলি মূল নথিপত্র যান্ত্রিক যানবাহনের নথিভুক্তির জন্য আঞ্চলিক পরিবহন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয় বলে তাৎপর্যপূর্ণ বিলম্বে প্রাপ্ত হয়। আবেদনকারী তার হিসাব বহিতে কর পরিশোধ সংবলিত কর চালানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। মূল কর চালান সংগ্রহের দায়িত্ব আবেদনকারী আউটসোর্স করেন এম/এস এম.আই.ডি. কন্ট্রোলস প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থাকে, যাহা দলিল সংগ্রহে বিশেষজ্ঞ সংস্থা। আবেদনকারী, তামিলনাড়ু মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৯(২) অনুসারে, যন্ত্রচালিত যানবাহনের নিবন্ধিত বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রয়কৃত পণ্যের উপর প্রদত্ত করের পরিমাণের ইনপুট কর ঋণ দাবী করিবার অধিকারী। ধারা ১৯(১১) অনুসারে, যদি কোন বিক্রেতা কোন নির্দিষ্ট মাসে ইনপুট কর ঋণ দাবী না করেন, তাহা হইলে ক্রয়ের তারিখ হইতে ৯০ দিনের মধ্যে অথবা অর্থবছরের সমাপ্তির পূর্বে যেটি পরে হয়, ইনপুট কর ঋণ দাবী করিতে পারেন। আবেদনকারী ২০০৭-২০০৮ মূল্যায়ন বছরের জন্য রিটার্ন দাখিল করেন, কিন্তু কর চালান না থাকায় উক্ত ইনপুট কর ঋণ দাবী করিতে পারেননি। তবে, বিক্রেতার নিকট হইতে কর চালান প্রাপ্তির পর আবেদনকারী সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করেন এবং এপ্রিল, ২০০৭ হইতে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ পর্যন্ত মাসিক রিটার্ন দাখিল করেন। মার্চ, ২০০৮ মাসের জন্য আবেদনকারী ০৬.১০.২০০৮ তারিখে মাসিক রিটার্ন দাখিল করেন। উক্ত রিটার্ন দাখিলে বিলম্ব ঘটে। মূল ক্রয় চালান দেরিতে প্রাপ্ত হওয়ার কারণে, আবেদনকারী মার্চ, ২০০৮ হইতে জানুয়ারি, ২০০৯ পর্যন্ত সময়কালের রিটার্ন ২০০৯ সালের মার্চ মাসে সংশোধন করেন।

৪। ০৬.১০.২০০৮ তারিখে দাখিলকৃত রিটার্নে আবেদনকারী ৪২,০৪,৬২৮/- টাকা ইনপুট কর ঋণ দাবী করেন। ২১.১১.২০০৮ তারিখে আদেশ দ্বারা বাণিজ্য কর আধিকারিক মার্চ, ২০০৮ মাসে দাবীকৃত ইনপুট কর ঋণ বাতিল করেন। আবেদনকারী কর্তৃক দায়েরকৃত রিট আবেদনে (রিট আবেদন নং (সি) ১৮১৩৭, ২০০৯) উচ্চ আদালত ইনপুট কর ঋণ অস্বীকার করিবার প্রস্তাব নিশ্চিতকারী আদেশ বাতিল করেন এবং বাণিজ্য কর আধিকারিককে আইন অনুযায়ী উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিবার নির্দেশ দেন। আবেদনকারীর সংশোধিত রিটার্ন প্রত্যাখ্যান করিবার প্রস্তাব সম্বলিত একটি নোটিশ জারি হয়, যাহার বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো হয়। আপত্তিতে, আবেদনকারী বলেন যে, নিবন্ধিত বিক্রেতার নিকট হইতে মূল কর চালান দেরিতে প্রাপ্ত হওয়াই বিলম্বের একমাত্র কারণ। ০১.০৬.২০০৯ তারিখে জারিকৃত নোটিশ দ্বারা

আবেদনকারীর আপত্তি প্রত্যাখ্যান করিয়া সম্পূর্ণ ১,২৮,৩৬,৮২২/- টাকা ইনপুট কর ঋণ ২০০৮-২০০৯ মূল্যায়ন বছরের জন্য অগ্রহণযোগ্য বলিয়া গণ্য করিয়া, উহাকে বিলম্বিত দাবী বলিয়া বিবেচনা করা হয়। আবেদনকারী রিট আবেদন দায়ের করেন। উক্ত রিট আবেদনে নিম্নলিখিত প্রার্থনাগুলি করা হয়:

নিম্নলিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে, প্রার্থনা করা হলো যে, এই মাননীয় আদালত নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করুকঃ এক ঘোষণা মূলক রিট বা অন্য যেকোনো উপযুক্ত রিট, আদেশ বা নির্দেশনা যাহা রিটের স্বরূপ, যেখানে বলা হোক যে, ধারার ১৯(১১) এবং তামিলনাড়ু মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ২০০৭-এর বিধি ১০(২) বিধিগুলি সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানের পরিপন্থী, অকারণ এবং ভারতের সংবিধানের ধারা ১৪ ও ১৯(১)(গ) উল্লঙ্ঘনকারী; এবং এই মামলার বাস্তবতা ও পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় আদালত যা যা যথোপযুক্ত মনে করবে, অন্য কোন আদেশ বা নির্দেশনাও প্রদান করুক, যাতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপরোক্ত কারণসমূহের জন্য, এই মাননীয় আদালতকে অনুরোধ করা হলো যে, রিট অব সার্টিওরারি, ম্যান্ডামাস অথবা অন্য যেকোনো উপযুক্ত রিট, আদেশ বা নির্দেশনা প্রদান করুক, যাহা রিটের স্বরূপ, যাহাতে উক্ত প্রতিকূল বিজ্ঞপ্তি, যা নম্বর টি এন ৩৩৪২১৪৬৩৫৪২/০৮-০৯ তারিখ ০১.০৬.২০০৯ তারিখে জারি হয় এবং ১৬.০৬.২০০৯ তারিখে আবেদকের কাছে সেবা প্রদান করা হয়েছিল, বাতিল ঘোষণা করা হোক এবং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হোক যে, আবেদকের ইনপুট কর দাবী মঞ্জুর করা হোক যার পরিমাণ ১,২৮,৩৬,৮২২ টাকা, এবং এই মামলার বাস্তবতা ও পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় আদালত যা যা যথোপযুক্ত মনে করবে, অন্য কোন আদেশ বা নির্দেশনাও প্রদান করুক যাতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। এছাড়াও, আমরা অন্য এক দেওয়ানি আবেদন নং ১০৫০৩-১০৫০৭, ২০১৮ সালের, যা এসএলপি(সি) নং ১১৩১৯-১১৩২৩, ২০১৪ সালের থেকে উদ্ভূত, (শ্রীদেবী এন্টারপ্রাইজেস বনাম কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার এবং অন্য) এর বিষয়বস্তু বিবেচনা করব।

৬। আবেদনকারী একটি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠান, যা পেট্রোল পাম্প পরিচালনা করে এবং পেট্রোল, ডিজেল, অটো এলপিজি এবং লুব্রিকেটিং অয়েল (সকলই ভারতীয় পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের পণ্য) বিক্রয় করে। আবেদনকারীর ইনপুট কর দাবী অস্বীকার করা হয় ১১.০৪.২০১১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে। প্রতিপক্ষ আবেদনকারীর ইনপুট কর অস্বীকার করার জন্য তামিলনাড়ু মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ১৯(১১) এর সময়সীমার উপর নির্ভরশীলতা দেখিয়েছে। উক্ত ১১.০৪.২০১১ তারিখের আদেশে আবেদনকারী অসন্তুষ্ট হয়ে রিট পিটিশন (সি) নং ১০৬৪৮, ২০১১ সালে দায়ের করে, যেখানে নিম্নলিখিত মুক্তি চাওয়া হয়েছেঃ

"২৮. অতএব, এই মহান আদালতের নিকট সুবিচার ও প্রয়োজনীয়তা এই যে, ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ এর অধীন

একটি ঘোষণা সংক্রান্ত বিধি বা অন্য কোনো উপযুক্ত বিধি, আদেশ বা নির্দেশ জারি করা হোক এই মর্মে যে, তামিলনাড়ু মুল্য সংযোজন কর আইন, ২০০৬ এর ১৯(১১) ধারা উক্ত আইনের ধারাসমূহ অর্থাৎ ধারাসমূহ ৩ এবং ২০, ২১, ২২ ও ২৭ এর অধীন বার্ষিক মূল্যায়নের সাধারণ প্রকল্পের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, এবং এটি অবৈধ এই কারণে যে এটি স্বেচ্ছাচারী ও অযৌক্তিক, যা সংবিধানের ১৪ এবং ১৯(১)(গ) অনুচ্ছেদের অধীন আবেদনেরকারীর অধিকারের লঙঘন ঘটায় এবং ইনপুট কর রেয়াত বাতিলজনিত ফলস্বরূপ কর দাবি সমূহ সংবিধানের ২৬৫ এবং ৩০০ক অনুচ্ছেদসমূহের পরিপন্থী এবং সেই কারণে বলবৎযোগ্য নয়, অথবা এই মামলার প্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত মনে হলে এমন কোনো আদেশ প্রদান করা হোক যা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে।"

২৯. অতএব ন্যায়সঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় এই যে, এই মাননীয় আদালত অনুরোধক্রমে ভারতের সংবিধানের ধারা ২২৬ অনুযায়ী সার্টিওরারি বিধি বা অন্য কোনো উপযুক্ত বিধি, আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করুন, যার দ্বারা প্রথম প্রতিপক্ষের টি আই এন ৩৩২৫১৩০০০৪৫/০৬-০৭ তারিখ ১১.০৪.২০১১ খ্রিস্টাব্দের কার্যধারা বাতিল করা হোক এবং একই সঙ্গে সেটিকে বাতিল ঘোষণা করা হোক বা মামলার পরিস্থিতি অনুযায়ী ন্যায়বিচার প্রদানের উদ্দেশ্যে আদালত যা উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ আরও বা অন্য কোনো আদেশ প্রদান করুন।

৭. অনুরূপভাবে, অনেক সংখ্যক রিট আবেদনকারী মাদ্রাজ উচ্চ আদালতে রিট আবেদন দাখিল করেন যেখানে ইনপুট কর ঋণ মঞ্জুর না করা হয় তামিলনাড়ু ভ্যাট আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৯(১১) অনুসরণ না করার কারণে। উক্ত সমস্ত রিট আবেদনসমূহ একটি যৌথ রায়ের মাধ্যমে ১৭.০৭.২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে নিষ্পত্তি করা হয়। মাদ্রাজ উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ বিতর্কিত রায়ের মাধ্যমে তামিলনাড়ু ভ্যাট আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৯(১১) এর বৈধতা সমর্থন করে এবং ইনপুট কর ঋণের সুবিধা অস্বীকার করে প্রতিপক্ষগণ যে আদেশসমূহ দিয়েছেন সেগুলিও সমর্থন করে। উচ্চ আদালত আরও জানায়, যেসব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নির্ধারণ আদেশ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, সেইসব ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক আবেদন দায়ের করার স্বাধীনতা দেওয়া হল, এই শর্তে যে, করদাতা অন্যান্য বাধ্যতামূলক আইনগত শর্ত পূরণ করলে, আবেদন কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ করবেন। রায়ের কার্যকরী অংশ, যা প্যারাগ্রাফ ৮৪, ৮৫ ও ৮৬ তে রয়েছে, তা নিম্নরূপ:

৮৪. যেসব রিট আবেদন ইনপুট কর ঋণ অস্বীকার করে জারি করা নির্ধারণ আদেশ/কারণ দর্শাও নোটিশ এবং সংশোধিত রিটার্নে গৃহীত ঋণ চ্যালেঞ্জ করে এবং যেগুলি তামিলনাড়ু ভ্যাট আইন এর ধারা ১৯(১১) সংশ্লিষ্ট, সেইসব রিট আবেদনগুলি গ্রহণযোগ্য নয়।

যেহেতু ধারা ১৯(১১)-এর সাংবিধানিকতা চ্যালেঞ্জ করে করা রিট আবেদনগুলি ব্যর্থ হয়েছে, সেহেতু মূল্যায়ন আদেশ/কারণ দর্শাও নোটিশ চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট আবেদনগুলির আর কোনো ভিত্তি নেই এবং অতএব, সেগুলিও ব্যর্থ হওয়া অনিবার্য।

৮৫. যেসব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মূল্যায়ন আদেশ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, সেখানে করদাতারা ঐ আদেশের বিরুদ্ধে বিধিসম্মত আবেদন দায়ের করার অধিকারী হবেন এবং যদি এই আদেশের প্রতিলিপি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ঐ আবেদন দায়ের করা হয়, তবে আবেদন কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ করবেন, তবে শর্ত থাকে যে করদাতা অন্য সব বাধ্যতামূলক বিধিসম্মত শর্ত পূরণ করবেন এবং কেবলমাত্র সময়সীমার অজুহাতে ঐ আবেদন খারিজ করা যাবে না। যেসব ক্ষেত্রে আবেদনকারীরা কারণ দর্শাও নোটিশ চ্যালেঞ্জ করেছেন, তাদেরকে ব্যাখ্যা জমা দেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হল। যদি এই আদেশের একটি অনুলিপি পাওয়ার তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এই ধরনের ব্যাখ্যা জমা দেওয়া হয়, তবে মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষ আইনানুগভাবে বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

৮৬. ফলত, সমস্ত রিট আবেদন খারিজ করা হল এই মর্মে যে, ধারা ১৯(১১) একটি বৈধ আইনগত বিধান, যা অবৈধ, অযৌক্তিক বা বৈষম্যমূলক এবং ভারতীয় সংবিধানের ধারা ২৬৫ এবং ৩৬০ক-এর লঙ্ঘন হিসেবে ঘোষিত হতে পারে না। সমস্ত রিট আবেদনে যে অস্থায়ী স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছিল তা বাতিল করা হল এবং সমস্ত অন্তর্বর্তী আবেদন নিষ্পন্ন করা হল। ব্যয়ের কোন আদেশ নেই।

৮. এই সকল আবেদন দায়ের করা হয়েছে ১৭.০৭.২০১৩ তারিখের সাধারণ রায়কে চ্যালেঞ্জ করে।

৯. আমরা আবেদনকারীদের পক্ষে মান্য আইনজীবী এবং তামিলনাড়ু রাজ্যের পক্ষে মান্য আইনজীবী জেনারেলকে শুনেছি।

১০. আবেদনকারীদের পক্ষে মান্য আইনজীবী এই আবেদনগুলির সমর্থনে যুক্তি দেন যে, নিবন্ধিত ডিলারের অধিকারস্বরূপ প্রাপ্ত ইনপুট কর ক্রেডিট পাওয়ার অধিকারকে ধারা ১৯(১১) এর মাধ্যমে আরোপিত ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ক্রয়ের তারিখ হতে বা সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের সমাপ্তির পূর্বে যেটি পরে, ঐ সময়সীমার মধ্যে দাবির বিধান দ্বারা অযৌক্তিকভাবে সীমিত ও বন্ধ করা হয়েছে।

১১. বলা হয় যে ধারা ১৯(১১) এই অধিকার প্রয়োগকে অযৌক্তিক এবং খেয়ালখুশি মতো এবং সংবিধানের ধারা ১৪ এবং ১৯(১)(গ)-এর লঙ্ঘন করে তোলে। এই ধরনের অধিকার, যা ধারা ৩(৩) দ্বারা স্বীকৃত, ধারা ১৯(১১)-এর মাধ্যমে কেড়ে নেওয়া যায় না, কারণ এটি কেবল একটি প্রক্রিয়াগত বিধান।

ধারা ১৯(১১) ধারা ৩(৩) এর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। যেকোনো পরিস্থিতিতে ধারা ১৯(১১) কেবল নির্দেশমূলক বিধান, যা বাধ্যতামূলক বলে ধরা যাবে না। ধারা ৩(৩) এবং ১৯(১১) একই ব্যবস্থার অংশ, যার উদ্দেশ্য ইনপুট কর ক্রেডিট প্রদান করা, তাই ধারা ১৯(১১)-কে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যেন ধারা ৩(৩) দ্বারা প্রদত্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া না হয়। ধারা ৩(৩) থেকে প্রাপ্ত বিধিবদ্ধ সুবিধা বাধ্যতামূলক, কারণ এটি আরোপের ধারা হিসেবে বিবেচিত। ধারা ৩ যা ইনপুট কর ক্রেডিট দাবির অধিকার প্রদান করে, তাতে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই, অতএব এই অধিকারকে ধারা ১৯(১১)-তে থাকা কোনো সীমাবদ্ধতার দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না।

১২। তামিলনাড়ু রাজ্যের অধিবক্তা মহোদয় আপীলকারীদের পক্ষে দাখিলকৃত যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, তামিলনাড়ু ভ্যাট আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৯(১১) ইনপুট কর ক্রেডিট দাবি করার জন্য অপরিহার্য শর্তাদি নির্ধারণ করে, অতএব শর্তাবলী পূরণ না হলে ইনপুট কর ক্রেডিট প্রদান করা অযথা হয়নি। ধারা ১৯(১১) একই আইনগত ব্যবস্থার অংশ এবং এটি কোন ভাবে বৈধতা হারায়নি। অধিবক্তা মহোদয় উল্লেখ করেন যে, এই আদালতের জয়ম এবং কোম্পানি বনাম সহকারী কমিশনার ও অন্য মামলার রায় ২০১৬ সালের পনেরো নম্বর প্রতিবেদনে ১২৫ পৃষ্ঠায়, যেখানে তামিলনাড়ু ভ্যাট আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৯(২০)-এর বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যেকোনো আইন বা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে তার শর্তাবলী কঠোরভাবে পালন করা আবশ্যক, যাতে সেই সুবিধা গ্রহণ করা যায়, তা এই মামলার ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং সব আপীলগুলি খারিজ করা উচিত।

১৩। পক্ষগুলোর উপস্থাপিত যুক্তি এবং রেকর্ডকৃত প্রমাণের ভিত্তিতে এই আপীলগুলির জন্য নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিবেচ্যঃ

(১) ধারা ১৯(১১) কি ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ এবং ১৯(১)(গ) লঙ্ঘন করে?

(২) ধারা ১৯(১১) কি ধারা ৩(৩) এর সাথে বিরোধপূর্ণ?

(৩) ধারা ১৯(১১) কি একটি নির্দেশমূলক বিধান, যার অবজ্ঞা ইনপুট কর ক্রেডিট প্রত্যাখ্যানের কারণ হতে পারে না?

(৪) আপীলকারীদের ইনপুট কর ক্রেডিট প্রত্যাখ্যান কি ভ্যাট আইন, ২০০৬-এর ব্যবস্থার বিপরীত?

(৫) কর নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ টামিলনাড়ু ভ্যাট আইন, ২০০৬-এর ধারা ১৯(১১)-এ উল্লেখিত সময়সীমার অতিরিক্ত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করার সময়সীমা বাড়াতে পারত কিনা?

১৪. পক্ষগুলোর পক্ষে সুপরিচিত আইনজীবীদের যুক্তিতে প্রবেশ করার পূর্বে, তামিলনাড়ু মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০০৬ দ্বারা নির্ধারিত বিধি-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। টামিলনাড়ু ভ্যাট আইন, ২০০৬ রাজ্যের পণ্যের বিক্রয় ও ক্রয়ের উপর কর আরোপ সংক্রান্ত আইনকে সংহত ও সংশোধন করার জন্য প্রণীত। ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ধারাটি ধারা ২(২৪)-এ নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত হয়েছে:

"২(২৪) "ইনপুট ট্যাক্স" বলতে ওই আইন অনুসারে নিবন্ধিত ব্যবসায়ী কর্তৃক অন্য নিবন্ধিত ব্যবসায়ীর কাছে ব্যবসায়ের স্বার্থে পণ্য ক্রয়ের সময় প্রদত্ত বা প্রদেয় কর বুঝানো হয়;"

১৫. ধারা ৩ কর আরোপ সংক্রান্ত ধারা। ধারা ৩(১), (২) এবং (৩) এই মামলার জন্য প্রাসঙ্গিক, নিম্নরূপ:

"৩. পণ্যের বিক্রয়ের উপর কর আরোপ.- (১) (ক) প্রতিটি ব্যবসায়ী, যিনি অস্থায়ী ব্যবসায়ী বা অধিবাসী নয় এমন ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি নয়, যার মোট ব্যবসা বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা বা তার অধিক, এবং প্রতিটি অস্থায়ী ব্যবসায়ী বা অধিবাসী নয় এমন ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি, যাঁর মোট ব্যবসা যাই হোক না কেন, কর এই আইনের আওতায় প্রদান করতে হবে।

(১)(খ) (ক)-তে উল্লেখিত শর্ত সত্ত্বেও, যেসব ব্যবসায়ীর মোট ব্যবসা একই রাজ্যের মধ্যে ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য বছরে দশ লক্ষ টাকা বা তার অধিক, তাঁরা কর এই আইনের আওতায় প্রদান করবে।

(১-এ) এই আইনে উল্লেখিত যে কোনো বিধির পরোয়াই না করে, ১লা জানুয়ারি ২০০৭ থেকে ৩১শে মার্চ ২০০৭ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, (ক) বা (খ) উপ-ধারার অন্তর্গত ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, ১লা এপ্রিল ২০০৬ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত প্রযোজ্য টামিলনাড়ু সাধারণ বিক্রয় কর আইন, ১৯৫৯ (টামিলনাড়ু আইন ১, ১৯৫৯) এবং ১লা জানুয়ারি ২০০৭ থেকে ৩১শে মার্চ ২০০৭ পর্যন্ত এই আইনের অধীনে মোট ব্যবসা বছর ২০০৬-২০০৭-এর জন্য মোট ব্যবসা গণ্য হবে, যদি ঐ বছরের মোট ব্যবসা (ক) বা (খ) উপ-ধারায় উল্লেখিত মোট ব্যবসার চেয়ে বেশি হয় এবং যদি,"

(ক) যদি এমন ব্যবসায়ী এই আইন অনুযায়ী কর সংগ্রহ না করে থাকে, তবে সে এই আইনের অধীনে কর প্রদান করবার জন্য দায়ী,

খ) যদি এমন ব্যবসায়ী এই আইন অনুযায়ী কর সংগ্রহ করে থাকে, তবে সে এই আইনের অধীনে কর প্রদান করবার জন্য দায়ী এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানসমূহ সেই ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলীর প্রাধিকার অনুসারে, প্রথম সূচির পার্ট-বি বা পার্ট-সি তে উল্লেখিত পণ্যের ক্ষেত্রে, রাজ্যের মধ্যে ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতিটি বিক্রয়ে উক্ত আইনের অধীনে নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান করবার দায়িত্ব থাকবে:

উল্লেখ্য, উক্ত পণ্যের সমস্ত স্পেয়ার পার্টস, উপাদান এবং আনুষাঙ্গিক পণ্যের ক্ষেত্রেও সেই একই হার প্রযোজ্য হবে, যদি উক্ত স্পেয়ার পার্টস, উপাদান এবং আনুষাঙ্গিক পণ্যসমূহ প্রথম সূচিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত না থাকে এবং উক্ত সূচির অধীনে করযোগ্য না হয়।

(৩) নিবন্ধিত ব্যবসায়ীর কর্তৃক উপ-ধারা (২) অনুসারে প্রদানীয় কর, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সেই পরিমাণে হ্রাস পাবে যা প্রথম সূচির পার্ট-বি বা পার্ট-সি তে উল্লেখিত পণ্যের রাজ্যের অভ্যন্তরে তার ক্রয়ে প্রদেয় করের পরিমাণ সমান, যেসব নিবন্ধিত ব্যবসায়ী তাকে উক্ত পণ্য বিক্রয় করেছে।

১৬. ধারা ১৯ এর শিরোনাম "ইনপুট কর ছাড়"। ধারা ১৯ তে ২০টি উপ-ধারা রয়েছে। ধারা ১৯ এ বিভিন্ন উপ-ধারায় উল্লেখ আছে যেখানে কিছু অবস্থায় ইনপুট কর ছাড় অনুমোদিত হয় না, আবার কিছু বিধানে ইনপুট কর ছাড়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান মামলায় আমাদের উদ্বিগ্ন বিষয় হল ধারা ১৯(১১) যা নিম্নরূপ:

"১৯(১১) যদি কোনো নিবন্ধিত ব্যবসায়ী নির্দিষ্ট মাসে কোনো করযোগ্য ক্রয়ের ইনপুট কর ছাড় দাবী করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাকে আর্থিক বছরের শেষ তারিখ অথবা ক্রয়ের তারিখ থেকে নির্দিষ্ট নব্বই দিনের মধ্যে, যেটি পরে, তার আগে দাবী করতে হবে।"

মামলার বিষয় নং ১ এবং ২

১৭. এই আবেদনের প্যাকেটে চ্যালেঞ্জ উত্থাপিত হয়েছে রাজস্ব আইনকে। অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কিত আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী লক্ষণীয়। এই বিষয়ে এই আদালতের সংবিধান বেঞ্চ (১৯৮১) ৪ এসসিসি ৬৭৫, আর.কে. গর্গ বনাম ভারত সংযুক্ত রাষ্ট্রের মামলায় অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কিত আইন ব্যাখ্যার জন্য প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা উল্লেখ করেছে। রায়ের অনুচ্ছেদ ৮ এ নিম্নলিখিত কথা বলা হয়েছে-

৮। আরেকটি সমান গুরুত্বপুর্ণ নিয়ম হল যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংক্রান্ত আইনসমূহকে নাগরিক অধিকারের মতো স্বাধীনতা—যেমন বাক স্বাধীনতা, ধর্ম ইত্যাদি—সম্পর্কিত আইনের তুলনায় বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা উচিত। এই ব্যাপারে হোল্মস, জে., যিনি কম গুরুত্বের নয়, বলেছেন যে আইনসভাকে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, কারণ তাকে এমন জটিল সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় যেগুলোর সমাধান কোনও দৃষ্টান্তমূলক বা কঠোর নিয়মে সম্ভব নয় এবং এটি বিশেষত অর্থনৈতিক বিষয়ক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সত্য, যেখানে সমস্যার প্রকৃতি বিবেচনায় আইনসভাকে অধিক স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। আদালত অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আইনসভার বিচারে অধিক বিচারিক সম্মান প্রদর্শনে প্রবণ হওয়া উচিত, যতটা মৌলিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে নয়। এই সতর্কতা কোথাও বেশি সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়নি যতটা "মোরে বনাম ডাউড" মামলায়, যেখানে ফ্র্যাঙ্কফার্টার, জে., তার অনন্য শৈলীতে বলেছেন:

"উপযোগিতা, কর এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত মামলায় বিচারিক আত্ম-সংযমের বা অন্তত বিচারিক সম্মানের যথাযথ কারণ রয়েছে। আইনসভাই তো সক্রিয় দায়িত্ব বহন করে। আদালতের ক্ষমতা শুধুমাত্র ধ্বংস করার, পুনর্গঠন করার নয়। এই বিষয়গুলো যখন অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের জটিলতা, অনিশ্চয়তা, ভুলের সম্ভাবনা, বিশেষজ্ঞদের বিভ্রান্তিকর মতবিরোধ এবং বিচারকদের বারবার সময়ের পরীক্ষায় ভুল প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়—তখন আত্ম-সীমাবদ্ধতা বিচারিক প্রজ্ঞা এবং প্রতিষ্ঠানগত সম্মান ও স্থিতিশীলতার পথ হিসেবে দেখা যায়।"

১৮। অন্য একটি বিধানীয় ব্যাখ্যার মূলনীতি যা লক্ষণীয়, তা হল যে আইন-এর কোনো বিধানকে বিচ্ছিন্নভাবে পড়া উচিত নয়, বরং তা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধানের সঙ্গে একত্রে পড়তে হয়, বিশেষত যখন একই আইন-এর বিভিন্ন ধারা বা অংশে একই বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট থাকে। এই মতবাদ পুনরায় নিশ্চিত করা হয়েছে এই আদালতে "কাইলাশ চন্দ্র ও অন্য বনাম মুখুন্দি লাল ও অন্য" ২০০২ (২) এসসিসি ৬৭৮ মামলায়। অনুচ্ছেদ ১১-এ নিম্নোক্ত বিধান করা হয়েছে:

"১১। আইন-এর কোনো বিধানকে বিচ্ছিন্নভাবে পড়া উচিত নয়। তা আইন-এর নিজের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধানের সঙ্গে একত্রে পড়তে হয়, বিশেষত..."

১৯। এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ধার্য করা হয়েছে ধারা ৩ এর অধীনে, যা "বিক্রয়ের পণ্যসমূহে কর ধার্য" বিষয়ে বিধান। ধারা ৩ একটি কর ধার্যকরণ সংক্রান্ত ধারা যা বিক্রয়ের পণ্যসমূহে কর ধার্য করার বিধান প্রদান করে। উপধারা (৩) একই বিধানসমূহের অংশ যেখানে নিবন্ধিত ব্যবসায়ীর অধীনে উপধারা (২) অনুযায়ী প্রদেয় কর নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কমানো হবে, তার ক্রয়কৃত পণ্যসমূহের উপর প্রদত্ত করের পরিমাণ পর্যন্ত। আইনটির অন্যান্য বিধানসমূহ এই পুরো প্রক্রিয়াটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে। ধারা ৪ থেকে ১২ বিভিন্ন বিধান যা নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ করেঃ

"ধারা ৪। যেকোন পণ্যের ব্যবহার অধিকারের ওপর কর ধার্য।

ধারা ৫। কাজকর্মের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত পণ্যের স্থানান্তরে কর ধার্য।

ধারা ৬। কাজকর্মকারীর দ্বারা যৌক্তিক হারে কর প্রদান।

ধারা ৬এ। ইট নির্মাতাদের দ্বারা যৌক্তিক হারে কর প্রদান।

ধারা ৭। খাদ্য ও পানীয়ের ওপর কর ধার্য।

ধারা ৮। হোটেল, রেস্তোরাঁ [মিষ্টির দোকান ও বেকারির] দ্বারা যৌক্তিক হারে কর প্রদান।

ধারা ৯। সোনা ও গহনার ওপর কর ধার্য।

ধারা ১০। কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর আইন, ১৯৫৬ (কেন্দ্রীয় আইন ৭৪ অফ ১৯৫৬) এর অধীনে নিবন্ধিত ব্যবসায়ীদের ক্রয়কৃত পণ্যের কর।

ধারা ১১। ওপর কর ধার্য।

ধারা ১২। ক্রয় কর ধার্য।"

২০। ধারা ১৩ কাজকর্ম চুক্তিতে উৎস থেকে কর হ্রাস সম্পর্কে, ধারা ১৪ কর ক্রেডিটের প্রত্যাহার, ধারা ১৫ অব্যাহতি প্রাপ্ত বিক্রয়, ধারা ১৬ আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের কর ধার্য পর্যায়সমূহ, ধারা ১৭ প্রমাণের বোঝা, ধারা ১৮ শূন্য হারের কর এবং ধারা ১৯ ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট সম্পর্কে বিধান নির্ধারণ করে।

২১। উপরে উল্লিখিত অনুসারে, ধারা ৩, উপধারা (৩) বিধান করে যে নিবন্ধিত ব্যবসায়ীর অধীনে উপধারা (২) অনুযায়ী প্রদেয় কর নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কমানো হবে,

অন্তর্ভুক্ত প্রথম সূচীর পার্ট-বি এবং পার্ট-সি তে উল্লিখিত পণ্যের ক্রয়ে প্রদত্ত করের পরিমাণের পরিপ্রেক্ষিতে, যিনি নিবন্ধিত ব্যবসায়ী এবং যিনি তাকে সেই পণ্য বিক্রয় করেছেন, সেই অনুযায়ী বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে করের ক্রেডিট প্রাপ্তির অধিকারী। ধারা ৩(৩) একটি বিধান যা নিবন্ধিত ব্যবসায়ীকে করের ক্রেডিট গ্রহণের অধিকার প্রদান করে যা ধারা ১৯-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ধারা ১৯ ধারা ৩(৩)-এর সঙ্গে বিরোধপূর্ণ বলার যুক্তি সম্পূর্ণ ভুল। ধারা ৩(৩)-এ যা পরিকল্পিত তা ধারা ১৯-এ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ধারা ৩(৩)-এ নির্দেশিত কর হ্রাস ধারা ১৯-এর বিধিমালা অনুযায়ী এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে করতে হবে। ধারা ১৯(১১)-এ ইনপুট কর ক্রেডিট দাবি করার জন্য শর্ত উল্লেখ আছে। উপরে যেমন লক্ষ্য করা হয়েছে, ধারা ১৯-এর বিভিন্ন ধারাতেও এমন বিধান রয়েছে যেখানে ইনপুট কর ক্রেডিট অনুমোদিত নয়, যেমন ধারা ১৯(৬) থেকে ধারা ১৯(১০) পর্যন্ত, যেগুলো নিম্নরূপ:

"১৯(৬)। ধারা ১৫-এর অধীনে অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্যের উত্পাদনে একান্তভাবে ব্যবহৃত মূলধনী পণ্যের ক্রয়ের ক্ষেত্রে ইনপুট কর ক্রেডিট অনুমোদিত হবে না।

[তবে, এমন মূলধনী পণ্যের ক্রয়ে যা অব্যাহতি প্রাপ্ত এবং করযোগ্য উভয় পণ্যের উত্পাদনে ব্যবহৃত হয়, করযোগ্য পণ্যের উত্পাদনে ব্যবহারের অংশ অনুযায়ী বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে ইনপুট কর ক্রেডিট অনুমোদিত হবে।]

(৭) কোন নিবন্ধিত ব্যবসায়ী নিম্নলিখিত বিষয়ে ইনপুট কর ক্রেডিট দাবি করার অধিকারী হবে না –

(ক) ব্যবসায়ের জন্য ক্রয়কৃত এবং হিসাবকৃত পণ্যসমূহ যা প্রতিষ্ঠাতা, অংশীদার, পরিচালক সহ কর্মচারীদের সুবিধার জন্য বা কোনো আবাসিক বাসস্থানে ব্যবহৃত হয়;

(খ) সকল ধরণের যানবাহনসহ যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত যানবাহন এবং সেগুলোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্পেয়ার পার্টসের ক্রয়, যদি না নিবন্ধিত ব্যবসায়ী ঐ যানবাহন বা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয়ের ব্যবসা করে; অথবা

(গ) বায়ু-সেঁকানো যন্ত্রের ক্রয়, যদি না নিবন্ধিত ব্যবসায়ী ঐ যন্ত্র বিক্রয়ের ব্যবসা করে।

(৮) যে কোন পণ্য যা বিক্রয়ের জন্য ক্রয় করা হয়েছে কিন্তু বিনামূল্যে নমুনা বা উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছে অথবা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য খরচ হয়েছে, তার উপর ইনপুট কর ক্রেডিট অনুমোদিত হবে না।

(৯) কোন নিবন্ধিত ব্যবসায়ী ক্রয়ের সময় প্রদেয় বা প্রদত্ত করের জন্য ইনপুট কর ক্রেডিট গ্রহণ করতে পারবে না, যদি এমন—

(i) মালিকানা বিক্রয় না হওয়ার কারণ হোক চুরির, ক্ষতি বা ধ্বংস, যেকোনো কারণে, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ। যদি ব্যবসায়ী ইতিমধ্যেই এই ধরনের মালিকানা ক্রয়ের জন্য ইনপুট কর ক্রেডিট গ্রহণ করে থাকে, তাহলে কর ক্রেডিট প্রত্যাহার করতে হবে, অথবা

(ii) উৎপাদিত পণ্যের প্রস্তুতির জন্য ব্যবহারের পূর্বেই যেসব ইনপুট আগুনের দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়েছে অথবা সংরক্ষণের সময় হারিয়ে গেছে; অথবা

(iii) ইনপুটগুলি যাত্রাপথে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অথবা উৎপাদনের কোনো মধ্যবর্তী পর্যায়ে ধ্বংস হয়েছে।

(১০)(ক) নিবন্ধিত ব্যবসায়ী ইনপুট কর ক্রেডিট দাবি করতে পারবে না যতক্ষণ না ব্যবসায়ী থেকে মালিকানা ক্রয়ের সময় প্রাপ্ত মালিকানা বিক্রয়ের বিস্তারিতসহ যথাযথভাবে পূর্ণ, স্বাক্ষরিত এবং প্রদত্ত আসল কর চালান পায়, যা বিক্রয় প্রমাণ করে ইনপুট করের পরিমাণ।

(খ) যদি আসল কর চালান হারিয়ে যায়, তবে ইনপুট কর ক্রেডিট কেবলমাত্র বিক্রেতা ব্যবসায়ী থেকে প্রাপ্ত চালানের ডুপ্লিকেট বা কার্বন কপির ভিত্তিতে প্রদান করা হবে, যা প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২২। উপরোক্ত বিধানসমূহ কি ধারাবাহিক ধারার ৩(৩) ধারা, যা নিবন্ধিত ব্যবসায়ীর কর হ্রাসের অনুমতি দেয়, এর সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যাবে? উত্তর স্পষ্টত না। ইনপুট কর ক্রেডিট কখন অনুমোদিত হবে এবং কখন অস্বীকারযোগ্য হবে তা ১৯ ধারায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা স্বনির্ভর বিধান, এবং ৩ ধারা, উপ-ধারা (৩) এর অধীনে সুবিধা তখনই দাবি করা যাবে যখন ১৯ ধারায় উল্লেখিত শর্তাবলী পূরণ হবে।

২৩। এখন, আমাদের এই আদালতের কিছু রায়ের উল্লেখ করতে হবে, যেগুলো আবেদনকারীর পক্ষে তর্ককারীর দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম রায় যা লক্ষ্যণীয় তা হল, এই আদালতের ১৯৬৭ সালের এয়ার এসসি ১৮২৩, "সেলস ট্যাক্স অফিসার, পঙ্কন্নম ও অন্য বনাম কে. আই. আব্রাহাম"। এই আদালত সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্স আইন, ১৯৫৬ এর ৮ ধারা এবং সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্স (কেরালা নিয়ম, ১৯৫৭) এর নিয়ম ৬ বিবেচনা করেছিল। ৮ ধারার উপ-ধারা (১) অনুযায়ী, আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের সময় বিক্রেতা যদি—(ক) সরকারকে কোনো মালামাল বিক্রি করে; অথবা (খ) সরকার ব্যতীত নিবন্ধিত ব্যবসায়ীকে ওই উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত ধরনের মালামাল বিক্রি করে;...

অধীন এই আইন অনুযায়ী কর প্রদান করার দায়িত্ববোধ থাকবে, যা তার ব্যবসার মোট বিক্রয়মূল্যের এক শতাংশ হবে। ধারা ৮ এর উপধারা (৪) নিম্নরূপ বিধান করে: -

"৮. (৪) ধারা (১) এর বিধানগুলি আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যদি না বিক্রেতা যিনি পণ্য বিক্রি করছে, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত কোন একটি প্রদান করে—

(ক) নিবন্ধিত ব্যবসায়ীর দ্বারা যথাযথভাবে পূরণকৃত এবং স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণাপত্র, যাতে নির্ধারিত ফর্মে নির্ধারিত তথ্যাদি থাকে এবং যা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত; অথবা

(খ) যদি পণ্য সরকারকে বিক্রি করা হয়, যিনি নিবন্ধিত ব্যবসায়ী নন, তবে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কর্মকর্তার দ্বারা যথাযথ ফর্মে পূরণকৃত এবং স্বাক্ষরিত একটি শংসাপত্র।"

২৪। কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর (কেরালা নিয়মাবলী) এর বিধি ৬, যা অনুচ্ছেদ ৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে, নিম্নরূপ: -

"৫। কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর (কেরালা) নিয়মাবলী, ১৯৫৭, বিধি ৬ নিম্নরূপ পাঠ্যমান:

"৬। (১) আইন এর ধারা ৭ অনুযায়ী নিবন্ধিত প্রতিটি ব্যবসায়ী এবং আইন অনুযায়ী কর প্রদান করতে বাধ্য প্রতিটি ব্যবসায়ী তার সমস্ত লেনদেনের, যার মধ্যে ভারতের বাহিরে পণ্য রপ্তানির লেনদেনও অন্তর্ভুক্ত, বিবরণী ফর্ম ॥-এ জমা দেবে, সাথে সংশ্লিষ্ট ঘোষণাপত্র জমা দিবে, যাতে পূর্ববর্তী মাসের ব্যবসার পরিমাণ এবং কর হিসেব সহ করের অর্থ জমা দেওয়ার প্রমাণ থাকবে। এ তথ্যসমূহ নিয়মিত মাসের ২০ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছাতে হবে।

প্রদান করা হলো, ঘোষণাপত্র বিলম্বে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ী যে কোনও সময় মূল্যায়ন হওয়ার পূর্বে ঘোষণাপত্র জমা দিতে পারে;

অধিকন্তু প্রদত্ত হলো, ঘোষণাপত্র জমা দেওয়ার বিলম্ব বিক্রয়ের তারিখ থেকে তিন মাসের বেশি হবে না;

আরও প্রদত্ত হলো, ২-৫-১৯৬০ তারিখে ব্যবসায়ীদের কাছে মুলতুবি থাকা সকল ঘোষণাপত্র সর্বোচ্চ ১৬-২-১৯৬১ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে।"

প্রথম প্রভিসো টু বিধি ৬ নোটিফিকেশন দ্বারা সংযোজন করা হয়, যা তারিখ ৩ জানুয়ারি, ১৯৫৮, দ্বিতীয়টি নোটিফিকেশন দ্বারা তারিখ ২৬ এপ্রিল, ১৯৬০ এবং তৃতীয়টি নোটিফিকেশন দ্বারা তারিখ ১৬ জানুয়ারি, ১৯৬১।

২৫। এই বিষয়ে এই আদালতে যে যুক্তি উত্থাপিত হয়েছিল তা হলো "নির্ধারিত পদ্ধতিতে" শব্দগুচ্ছ যা ধারা ৮(৪)-এ ব্যবহৃত হয়েছে, তা সময় উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করে না। রায়ের অনুচ্ছেদ ৬-এ এই আদালত ধারা ৮(৪)-এর মধ্যে "নির্ধারিত পদ্ধতিতে" শব্দগুচ্ছের ব্যাখ্যা করে উল্লেখ করেছে যে, এটি সময় উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করে না। এই আদালত ধারা ১৩(৪)-এর বিধানকেও লক্ষ্য করেছে, যেখানে রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে নিয়ম প্রণয়নের জন্য, যাতে "সময়" নির্ধারিত হয় যার মধ্যে এবং যেভাবে কর্তৃপক্ষকে যাদের কাছে ব্যবসায় মালিকানার পরিবর্তন জানাতে হবে, সেই নিয়মাবলী প্রণয়ন করা যাবে। রায়ের অনুচ্ছেদ ৬ থেকে প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ উদ্ধৃত করা উপযোগী: -

"৬.....কিন্তু ধারা ৮(৪)-এর মধ্যে 'নির্ধারিত পদ্ধতিতে' শব্দগুচ্ছ সময় উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করে না। অর্থাৎ, এই ধারা নিয়ম প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষকে নিবন্ধিত ব্যবসায়ীর দ্বারা ঘোষণাটি দাখিল করার জন্য কোনো সময়সীমা নির্ধারণের অনুমতি দেয় না। আমরা যে মতামত নিয়েছি তা ধারা ১৩(৪)(গ) এর ভাষায় সমর্থিত, যেখানে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র সরকার নিয়ম করতে পারে 'যে সময়ের মধ্যে, যে পদ্ধতিতে এবং যে কর্তৃপক্ষকে ব্যবসার মালিকানায়, নাম, স্থান অথবা প্রকৃতিতে যেকোন পরিবর্তন জানাতে হবে'। এটি স্পষ্ট করে যে বিধানসভা সচেতন ছিল যে 'পদ্ধতিতে' শব্দগুচ্ছ শুধুমাত্র ক্রিয়াটি সম্পাদনের পদ্ধতি নির্দেশ করে, এবং যদি ক্রিয়াটি সম্পাদনের জন্য কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়, তবে 'যে সময়ের মধ্যে' এর মতো নির্দিষ্ট শব্দ সংবিধানে থাকা প্রয়োজন। স্ট্রাউডের বিচারিক অভিধানে বলা হয়েছে যে 'পদ্ধতি ও ফর্ম' শব্দগুচ্ছ শুধুমাত্র 'কীভাবে কাজটি করতে হবে' তা নির্দেশ করে, এবং কোন কাজ করতে হবে বা কাজের জন্য সময় নির্ধারণের বিষয়ে কিছু অন্তর্ভুক্ত করে না....."

২৬। উপরোক্ত অবস্থানের আলোকে এই আদালত বিধি ৬(১)-কে ধারা ৮(৪) ধারা ১৩(৩) এবং ১৩(৪) এর সঙ্গে পাঠ করলে বিধির অতিরিক্ত বলে ঘোষণা করেছে।

২৭। বিধি ৬ অতিরিক্ত ঘোষণা করার যে কারণ, তা এই আদালত স্পষ্টভাবে অনুচ্ছেদ ৬-এ উল্লেখ করেছে যেভাবে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্দেশ্য বিষয় যে, একই অনুচ্ছেদে এই আদালত আইন-এর ধারা ১৩(৪)(গ) লক্ষ করেছিল যেখানে রাজ্যকে 'সময়' সংক্রান্ত নিয়ম করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। অতএব, এই আদালত ধারা ৮(৪) এবং ধারা ১৩(৪) এর পদবিন্যাসের মধ্যে বিরোধ লক্ষ করে এবং মত প্রকাশ করে যে, ধারা ৮(৪) এ সময় উল্লেখ না করাটা স্পষ্টতই নিয়ম করার ক্ষমতাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য করা হয়েছে। সুতরাং, উপরের মামলা বর্তমান বিতর্কের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না, কারণ বর্তমান মামলায় সময়সীমা ধারা ১৯(১১) তে নির্ধারিত রয়েছে, যা আইন-এর অংশ এবং ধারা ৩(৩) এর সঙ্গে পাঠ্যভাবে পড়তে হবে।

২৮। আরেকটি রায় যা লক্ষ করা প্রয়োজন তা হল এই আদালতের "কমিশনার অফ সেন্ট্রাল এক্সাইজ, মাদ্রাজ বনাম হোম অশোক লে-ল্যান্ড লিমিটেড" মামলা, ২০০৭ (৪) এসসিসি ৫১। উপরের মামলার বিবেচ্য বিষয়টি রায়ের অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লেখিত, যা নিম্নরূপ:

"১। এই বিভাগ কর্তৃক দায়ের করা দেওয়ানি আবেদনের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হলো, করদাতা ১৯৮৬-৮৭ সালের সময়কালে তার কারখানায় প্রাপ্ত ইনপুটের জন্য ২১-৪-১৯৮৬ থেকে ২-৪-১৯৮৭ পর্যন্ত সময়ে প্রদত্ত পার্থক্য শুল্কের উপর মোডভ্যাট ক্রেডিট গ্রহণের অধিকারী ছিলেন কিনা, যেখানে ঐ ইনপুটসমূহ ১৬-৮-১৯৮৭ থেকে ৩০-১২-১৯৮৭ সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল। বিভাগের মতে, কেন্দ্রীয় এক্সাইজ নিয়ম, ১৯৪৪ এর বিধি ৫৭-ই ১৫-৪-১৯৮৭ থেকে সংশোধিত হয় যা প্রবর্তকভাবেই কার্যকর হয় এবং ফলস্বরূপ দাবিদার পার্থক্য শুল্কের মোডভ্যাট ক্রেডিট গ্রহণের যোগ্য ছিল না।"

২৯। রায়ের অনুচ্ছেদ ২ এ এই আদালত লক্ষ করেছিল যে, ১-৩-১৯৮৬ তারিখে মোডভ্যাট প্রথম প্রবর্তিত হওয়ার সময় কেন্দ্রীয় এক্সাইজ নিয়ম, ১৯৪৪ এর বিধি ৫৭-ই ক্রেডিট সমন্বয়ের বিধান প্রদান করেছিল। এ বিধিতে আরও বলা হয়েছে যে, যদি কোনো কারণে প্রদত্ত শুল্ক পরিবর্তিত হয়, তবে ক্রেডিটও সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট অ্যাকাউন্টে সংশোধন মাধ্যমে পরিবর্তিত হবে। সংশ্লিষ্ট বিধির ধারা ও সংশোধনী অনুচ্ছেদ ২ এ উল্লেখিত, যা নিম্নরূপ:

"২....বিধি ৫৭-ই মোডভ্যাট প্রথম প্রবর্তিত হওয়ার সময়, ১-৩-১৯৮৬ তারিখে, ক্রেডিট সমন্বয়ের বিধান প্রদান করেছিল। এটি মূলত বলেছিল যে, যদি কোনো ইনপুটের উপর প্রদত্ত শুল্ক যা বিধি ৫৭-এ অধীনে অনুমোদিত ক্রেডিটের জন্য প্রযোজ্য ছিল, পরে যেকোন কারণে পরিবর্তিত হয়, তবে ক্রেডিটও সংশোধিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে সংশোধন করা হবে।"

যদি কোন কারণে পরে তা পরিবর্তিত হয় এবং ফেরত দিতে হয়, তবে ক্রেডিট শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট অ্যাকাউন্টে বিধি ৫৭-জি(৩) অনুযায়ী সমন্বয় করে পরিবর্তিত করা হবে (যার সঙ্গে আমরা সম্পর্কিত)। বিধি ৫৭-ই তে ১-৩-১৯৮৭ তারিখে পরিবর্তন সাধিত হয়, যেখানে বলা হয় যে, যদি কোন ইনপুটের ওপর যেসব ক্ষেত্রে ক্রেডিট অনুমোদিত হয়েছে বিধি ৫৭-এ অনুযায়ী এবং সেই ইনপুটের ওপর শুল্ক পরিশোধ করা হয়, এবং যদি কোন কারণে পরে শুল্ক পরিবর্তিত হয় যা ফেরতের কারণ হয় অথবা শুল্ক শ্রেণিবিন্যাস পরিবর্তনের কারণে পুনরুদ্ধার হয়, তবে অনুমোদিত ক্রেডিটটিও সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট অ্যাকাউন্টে বিধি ৫৭-জি(৩) অনুযায়ী সমন্বয় করে পরিবর্তিত করা হবে। বিধি ৫৭-ই ১৫-৪-১৯৮৭ তারিখে পুনরায় পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন ১৫-৪-২০০০ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর ছিল। অতএব, এই মামলা উক্ত সময়সীমার মধ্যে, অর্থাৎ ১৫-৪-১৯৮৭ থেকে ১৫-৪-২০০০ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত। সংশোধিত বিধি ৫৭-ই অনুযায়ী, নির্মাতার অধিকার স্বীকৃত হয় অতিরিক্ত মোডভ্যাট ক্রেডিট পাওয়ার জন্য, যেখানে ইনপুটের ওপর পরে যেকোন কারণে অতিরিক্ত শুল্ক পরিশোধ করা হয়েছে নির্মাতার কাছে ইনপুট প্রাপ্তির তারিখের পর। তবে এই অধিকার সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে নির্মাতা বিধি ৫৭-ই সংশোধিত অনুযায়ী সমন্বয়ের প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে।

৩০। উপরোক্ত মামলায় বিধি ৫৭-ই ১৫-৪-১৯৮৭ তারিখ থেকে সংশোধিত হয় মোডভ্যাট ক্রেডিট সংক্রান্ত বিষয়ক, কিন্তু দফতর যুক্তি প্রদান করেছিল যে সংশোধনীটি ভবিষ্যত কালীন প্রযোজ্য হবে, তাই উত্তরদাতা মোডভ্যাট ক্রেডিট দাবি করার অধিকারী নয়। উচ্চ আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিল যে বিধি ৫৭-ই সংশোধিত রূপে ছিল কার্যপদ্ধতিগত ও ব্যাখ্যামূলক, এবং নির্মাতার মৌলিক অধিকারকে প্রভাবিত করবে না ইনপুটের ওপর পরিশোধিত শুল্কের মোডভ্যাট ক্রেডিট দাবি করার ক্ষেত্রে। অনুচ্ছেদ ৪ এ নিম্নরূপ ধার্য করা হয়েছে -

"৪। আমাদের মতে, অতএব, নিম্ন আদালতগুলি সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে বিধি ৫৭-ই কার্যপদ্ধতিগত, ব্যাখ্যামূলক এবং তাই সংশ্লিষ্ট চূড়ান্ত পণ্যের নির্মাতার মৌলিক অধিকারকে প্রভাবিত করবে না ইনপুটের ওপর পরিশোধিত শুল্কের মোডভ্যাট ক্রেডিট দাবি করার ক্ষেত্রে। ফলস্বরূপ, বর্তমান মামলায় উত্তরদাতা নির্মাতা ১৬-৮-১৯৮৭ থেকে ৩০-১২-১৯৮৭ পর্যন্ত সময়কালে ৬,৪৩,৯৯৪.৫৭ টাকা ক্রেডিট গ্রহণ করার অধিকারী ছিলেন।"

৩১। উপরোক্ত মামলা বর্তমান আবেদনকারীর পক্ষ থেকে কোনো সহায়ক নয়। উপরোক্ত মামলায় এমন কোনো পরিস্থিতি ছিল না যে উত্পাদক অতিরিক্ত শুল্ক প্রদানের উপর মোডভ্যাট ক্রেডিট পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো যোগ্যতা পূরণ করেননি। ১৫.০৪.২০১৭ তারিখ থেকে কার্যকর হওয়া সংশোধনীটি, যা অতিরিক্ত শুল্ক প্রদানের উপর মোডভ্যাট ক্রেডিট পাওয়ার ব্যবস্থা প্রদান করে, তা ব্যাখ্যামূলক হিসেবে স্বীকৃত হয়, তাই মোডভ্যাট ক্রেডিটের অধিকারকে প্রভাবিত করেনি। উপরোক্ত মামলা নিজের প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীর ভিত্তিতে বিবেচিত হয়।

৩২। ইনপুট ক্রেডিট প্রকৃতপক্ষে বিক্রেতার জন্য বিধিবদ্ধ স্কিমের অধীনে প্রদত্ত সুবিধা/ছাড়ের স্বরূপ। এই ছাড় শুধুমাত্র বিধি অনুযায়ী প্রাপককে প্রদান করা হয়। এই প্রসঙ্গে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা হলো যা গোদরেজ এবং বয়স ম্যানুফ্যাকচারিং কো. প্রাঃ লিঃ ও অন্যান্য বনাম কর কমিশনার অব সেলস ট্যাক্স ও অন্যান্য, (১৯৯২) ৩ এসসিসি ৬২৪ মামলার। বোম্বে সেলস ট্যাক্স আইন, ১৯৫৯-এর নিয়ম ৪১ এবং ৪২ ক্রয়ের কর পরিশোধের ক্ষতিপূরণের বিধান প্রদান করেছিল। এই আদালত বলেছে যে নিয়ম নির্ধারক কর্তৃপক্ষ সুবিধা প্রদানের সময় সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে পারে। সিদ্ধান্তের অনুচ্ছেদ ৯-এ নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছেঃ

"৯... আইন অনুযায়ী (নিয়ম ৪১ এবং ৪১-এ ব্যতীত) আবেদনকারী ক্রয়ের উপর পরিশোধিত কর থেকে নিজের উত্পাদিত পণ্যের বিক্রির উপর প্রদেয় কর থেকে সেট-অফ দাবি করার আইনি অধিকার রাখে না। শুধুমাত্র উক্ত নিয়মগুলোর কারণে—যা প্রধানত জনসাধারণের স্বার্থে গৃহীত—তিনি এই সেট-অফ পাওয়ার যোগ্য। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি সুবিধা এবং অনুগ্রহ। বিশেষত, যখন উত্পাদিত পণ্যগুলি মহারাষ্ট্র রাজ্যের মধ্যে বিক্রি হয় না বরং রাজ্য বহির্ভূত শাখা ও এজেন্টদের কাছে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানেই বিক্রি হয়, মহারাষ্ট্র রাজ্য কোনো বিক্রয় কর ধার্য করে না এবং রাজ্য এই বিক্রয় থেকে কোনো রাজস্ব পায় না। এই ধরনের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিয়ম নির্ধারক কর্তৃপক্ষ সুবিধাটি প্রদান থেকে বিরত থাকতে পারত। কিন্তু তারা উদারতা প্রদর্শন করে সেই সুবিধা রাজ্য বহির্ভূত বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছে, তবে বিক্রিত পণ্যের বিক্রয় মূল্যের এক শতাংশ কর্তন করে। যখন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে এমন দয়ার প্রয়োগ করা হয়েছে, তখন এই ধরনের কর্তনের বিরুদ্ধে কোনো বৈধ অভিযোগ কীভাবে উত্থাপিত হতে পারে তা আমরা বুঝতে পারছি না।

অধিকৃত কর্তৃপক্ষের কাছে কিছুটা সংক্ষিপ্তকরণ বা সীমাবদ্ধতা বিধানের সুযোগ ছিল যখন ছাড় দেওয়া হচ্ছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলে, এমন যুক্তি যে এরূপ কাটছাঁট হল এমন একটি কর ধার্য যা মহারাষ্ট্র রাজ্যের বাইরে কাঁচামালের ক্রয় বা প্রক্রিয়াজাত পণ্যের বিক্রয় ক্ষেত্রে আরোপিত হয়, তা প্রাসঙ্গিক নয় এবং গ্রহণযোগ্যও নয়। তেমনি কাঁচামাল কতটুকু রাজ্যের ভিতরে এবং কতটুকু বাইরে ক্রয় হয়েছে তার অনুপাতে বিক্রয়মূল্যের ভাগ করে দেওয়ার যুক্তিটিও গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৩। (২০০৫) ২ এসসিসি ১২৯, ইন্ডিয়া এজেন্সিজ (রেজিস্টার্ড), ব্যাঙ্গালোর বনাম অতিরিক্ত কর কমিশনার, বাণিজ্য কর, ব্যাঙ্গালোর মামলায় তিন বিচারকের বেঞ্চ কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর (কার্ণাটক) নিয়ম, ১৯৫৭ এর নিয়ম ৬(খ)(ii) বিবেচনা করেছিল, যা ধারা ৮(১) অনুযায়ী ছাড়ের কর হার দাবির জন্য মূল ফর্ম-সি জমা দেওয়ার শর্ত আরোপ করেছিল। এই আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছিল যে নিয়মে উল্লিখিত শর্ত বাধ্যতামূলক এবং নির্দিষ্ট দলিলাদি প্রদানের ব্যতীত বিক্রেতারা সুবিধা দাবি করতে পারবেন না। পরবর্তী বক্তব্য পরাগ্রাফ ১৩-এ নিম্নরূপ দেওয়া হয়েছিল:

"১৩.....কার্ণাটক নিয়মের নিয়ম ৬(খ)(ii) অনুযায়ী, রাজ্য সরকার ধারা ৮(৪) অনুসারে ছাড়ের কর হার দাবির জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি এবং জমা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি নির্ধারণ করেছে। সুতরাং, বিক্রেতাকে কঠোরভাবে পদ্ধতি এবং নিয়ম ৬(খ)(ii) অনুসরণ করে উক্ত নিয়মে নির্ধারিত প্রাসঙ্গিক দলিলাদি উপস্থাপন করতে হবে। নির্ধারিত দলিলাদি ছাড়া বিক্রেতা ধারা ৮-এর অধীনে প্রদত্ত সুবিধা দাবি করতে পারবে না। অতএব, আমরা মতামত পোষণ করছি যে কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর (কার্ণাটক) নিয়ম, ১৯৫৭ এর নিয়ম ৬(খ)(ii)-এ বর্ণিত শর্তগুলি বাধ্যতামূলক....."

৩৪। এই আদালত কার্ণাটক মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১৩ বিষয়ে 'কার্ণাটক রাজ্য বনাম এম.কে. আগ্রো টেক (প্রা.) লিঃ', (২০১৭) ১৬ এসসিসি ২১০ মামলায় বিবেচনা করেছিল। এই আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছিল যে কর আইনগুলি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যাখ্যা করতে হয় এবং কর ধার্য কতটুকু ও কী পরিস্থিতিতে দেওয়া হবে তা বিধানসভা নির্ধারণ করার ব্যাপার। পরাগ্রাফ ৩২-এ নিম্নরূপ বলা হয়েছে:

"৩২। চতুর্থত, কার্ণাটক মূল্য সংযোজন কর আইনটির সমগ্র পরিকল্পনা মাথায় রেখে ধারা ১৭ প্রয়োগ করতে হবে।"

সূর্যমুখী তেলের কেক ইনপুট করের অধীনে আসে। বিধানসভা, তবে, ধারা ১০-এর মাধ্যমে এই রেখেছেন যে এমন পণ্যগুলোর জন্য কর ছাড় দেওয়া হবে যা অন্যান্য পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল/ইনপুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর কারণ সহজ। যখন তৈরি পণ্য বিক্রি হয়, তখন তার ওপর আবার ভ্যাট প্রদান করতে হয়। এই ভ্যাট সেই মূল্যকে কেন্দ্র করে প্রদেয়, যার ভিত্তিতে সেই পণ্য বিক্রি হয়, যার মূল্য নির্ধারণে পণ্যের উৎপাদনের খরচ এবং উৎপাদক যে লাভ অর্জন করতে চায় তা বিবেচনায় রাখা হয়। খরচ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কাঁচামালের জন্য ব্যয়িত অর্থও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এভাবে, যখন চূড়ান্ত পণ্য বিক্রি হয় এবং তার ওপর ভ্যাট প্রদান করা হয়, তখন কাঁচামালের অংশ আবার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখে বিধানসভা কর ছাড় প্রদানের জন্য নিয়ম করে রেখেছে। তবে, কতটুকু কর ছাড় দিতে হবে এবং কোন পরিস্থিতিতে তা দিতে হবে, তা বিধানসভা নির্ধারণ করবে এবং আদালত তা নিয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

৩৫। তামিলনাড়ু রাজ্যের আইনজীবী জেনারেলের যে রায়ের উপর অধিক নির্ভরতা ছিল, অর্থাৎ 'জয়ম এবং কোম্পানি বনাম সহকারী কমিশনার এবং অন্য' (২০১৬) ১৫ সর্বোচ্চ আদালত ১২৫, সেটি এই মামলার জন্য প্রাসঙ্গিক। উক্ত মামলায় সর্বোচ্চ আদালত তামিলনাড়ু ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স আইন, ২০০৬-এর ধারা ১৯(২০), ধারা ৩(২) এবং ধারা ৩(৩) ব্যাখ্যা করেছেন। ধারা ১৯(২০)-এর বৈধতা তখন চ্যালেঞ্জের মুখে ছিল। সর্বোচ্চ আদালত ধারা ১৯-এর কাঠামো বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন অনুচ্ছেদ ১১-এ:

"১১। উক্ত ধারা ১৯-এর কাঠামো থেকে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়:

(ক) ইনপুট কর ছাড় বিধানসভা কর্তৃক প্রদত্ত এক ধরণের ছাড়, যা সকল ধরনের বিক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য নয় এবং নির্দিষ্ট কিছু বিক্রয় স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে।

(খ) ইনপুট কর ছাড় কিছু শর্তাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(গ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল, করদার যাতে ইনপুট কর ছাড় দাবি করতে পারে, তাকে অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ মূল কর চালান (ট্যাক্স ইনভয়েস) দাখিল করতে হবে,

যা ইনপুট করের পরিমাণ সঠিকভাবে প্রমাণ করে।"

৩৬। এই আদালত আরও বলেছে যে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইন যে যখনই অধ্যাদেশ দ্বারা কোনো ছাড় দেওয়া হয়, তখন সেই শর্তগুলি কঠোরভাবে পালন করতে হয় যাতে সেই ছাড়ের সুবিধা গ্রহণ করা যায়। অনুচ্ছেদ ১২-এ নিম্নলিখিতটি উল্লেখ করা হয়েছে: -

"১২। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইন যে যখনই অধ্যাদেশ বা নোটিফিকেশন ইত্যাদির মাধ্যমে কোনো ছাড় প্রদান করা হয়, তখন তার শর্তগুলি কঠোরভাবে পালন করতে হয় সেই ছাড় গ্রহণের জন্য। অতএব, "ডিলারদের" আই.টি.সি. সুবিধা পাওয়া তাদের অধিকার নয়, এটি একটি ছাড় যা ধারা ১৯-এর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে ধারা ১০-এ নির্ধারিত শর্তগুলি পূরণ করতে হবে। সেই প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই যে ধারা ১০ মূল কর চালানকে কর দাবির জন্য প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচনা করেছে। সুতরাং ভ্যাট আইন অনুযায়ী ডিলাররা যুক্তি দিতে পারেন না যে কর চালানে যে দাম উল্লেখ আছে তা বিবেচনায় নেওয়া উচিত নয়, বরং ডিসকাউন্টের পরে নিট ক্রয়মূল্যই ভিত্তি হওয়া উচিত। যদি আমরা ধারা ১৯ অনুযায়ী আই.টি.সি.-এর বিষয়ে নয় এমন অন্য কোনো বিষয়ে থাকতাম, তবে শ্রী বাগরিয়ার যুক্তিগুলি কিছু প্রাসঙ্গিকতা পেতে পারত। কিন্তু, বিষয়ের বিস্তৃতি বিবেচনা করে, এই ধরনের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ভ্যাট আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা এবং অন্যান্য বিধানগুলির স্পষ্ট ভাষা এ বিষয়ে অন্যথা বলে না।"

৩৭। ধারা ১৯(২০)-এর সাংবিধানিক বৈধতা স্বীকৃত হয়েছে। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট কর্তৃত্ব যে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট শুধুমাত্র তামিলনাড়ু ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স আইন, ২০০৬-এর ধারা ১৯-এ উল্লিখিত শর্তানুযায়ী গ্রহণযোগ্য। এই আদালত ধারা ৩(২) এবং ৩(৩) ও ধারা ১৯(২)-এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছে যা ধারা ৩(২), ৩(৩) এবং ধারা ১৯(১১) এর একই বিধান বিবেচনার সময় সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। ধারা ১৯(১১) দ্বারা নির্ধারিত আইনগত ব্যবস্থা বৈধ এবং অকারণ বা বিকৃত বলা যায় না এবং এটি সংবিধানের ধারা ১৯(১)(গ) অনুসারে ডিলারের অধিকার লঙ্ঘন করে না। সুতরাং, উচ্চ আদালতের ধারা ১৯(১১)-এর বৈধতা স্বীকার করা রায়ে কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়নি। উভয় বিষয় সাপেক্ষে এভাবে সিদ্ধান্ত দেওয়া হলো।

ধারা নম্বর ৩ এবং ৪

৩৮। আবেদনকারীর পক্ষে প্রজ্ঞাপিত পরামর্শদাতার দ্বারা উপস্থাপিত বিকল্প যুক্তি ছিল যে ধারা ১৯(১১) বাধ্যতামূলক ধারা বলে গণ্য করা যাবে না এবং এটি কেবল নির্দেশমূলক বিধান, যার অবহেলা করা হলে ইনপুট কর ক্রেডিট প্রত্যাখ্যানের কারণ হতে পারে না। ইনপুট কর ক্রেডিট প্রদানের শর্তসমূহ সকলই ধারা ১৯-এ উল্লিখিত হয়েছে, যেভাবে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে ছাড় এবং সুবিধা প্রদান করা হয় সেই শর্ত সর্বদা কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়। যদি গ্রহণ করা হয় যে ধারা ১৯(১১)-এ উল্লেখিত ইনপুট কর ক্রেডিট দাবি করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই, তবে বিধানটি অত্যন্ত নমনীয় হয়ে পড়বে এবং অনেক সমস্যার সৃষ্টি করবে, যার মধ্যে ইনপুট ক্রেডিট দাবির যাচাই কঠিন হয়ে উঠবে। কর সংক্রান্ত বিধানসমূহে স্বনির্ভর পদ্ধতি থাকে কর ধার্য, হিসাব এবং সংগ্রহের জন্য। কর ধার্যয়ের উদ্দেশ্যে রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা ডিলারের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করতে পারে না। ধারা ১৯(১১)-এ ব্যবহৃত 'শাল' শব্দের অন্য কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়, অর্থাৎ দাবিকৃত ইনপুট জমা দেওয়ার সময়সীমা নির্ধারিত সময়ের বাইরে হতে পারবে না। ধারা ১৯(১১) প্রকৃতপক্ষে ইনপুট ক্রেডিট দাবি করার জন্য অতিরিক্ত সময় দেয়। বিধানবলী অনুযায়ী প্রত্যাশিত যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে হবে, যা পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে। তামিলনাড়ু মূল্য সংযোজিত কর বিধিমালা, ২০০৭-এর বিধি ৭ রিটার্ন দাখিলের বিষয়ে নির্দেশ দেয়। বিধি ৭(১)(ক) এবং (খ) নিম্নরূপ:–

"৭। রিটার্ন দাখিল:

(১)(ক) যেকোন নিবন্ধিত ব্যবসায়ী যিনি আইনের আওতায় কর প্রদানের জন্য দায়ী, সেগুলো ছাড়া যারা ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) বা ধারা ৬ বা ধারা ৮ এর অধীনে কর প্রদানের জন্য পছন্দ করেছেন, যার মধ্যে অবস্থিত নয় এমন ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি এবং অস্থায়ী ব্যবসায়ী অন্তর্ভুক্ত, তিনি প্রতিটি মাসের জন্য ফরম আই তে রিটার্ন পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে দাখিল করবেন, যেটি সেই মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষের কাছে হবে যার অঞ্চলে তার প্রধান ব্যবসা বা প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। এই রিটার্নের সঙ্গে কর প্রদানের প্রমাণ সংযুক্ত থাকবে।

(খ) যেকোন নিবন্ধিত ব্যবসায়ী যিনি ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীনে কর প্রদানের জন্য দায়ী, তিনি ফরম জে তে রিটার্ন পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে দাখিল করবেন, যেটি সেই মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষের কাছে হবে যার অঞ্চলে তার প্রধান ব্যবসা বা প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। এই রিটার্নের সঙ্গে কর প্রদানের প্রমাণ সংযুক্ত থাকবে।"

[যে নিবন্ধিত ব্যবসায়ী ধারা (ক) অথবা (খ) এ বর্ণিত, যার পূর্ববর্তী বছরের করযোগ্য লেনদেন দুই শত কোটি রুপি বা তার বেশি, সে পরবর্তী মাসের ১২ তারিখের মধ্যে তার প্রধান কার্যালয় অথবা ব্যবসার প্রধান স্থান যেখানে অবস্থিত সেই এলাকার মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষের কাছে উক্ত রিটার্ন দাখিল করবে। উক্ত রিটার্নের সঙ্গে কর প্রদানের প্রমাণ সংযুক্ত থাকবে।]

৩৯. অধ্যাদেশের ধারা ২১ নিম্নলিখিতভাবে রিটার্ন দাখিলের বিধান প্রদান করে: -

"[২১. রিটার্ন দাখিল।

প্রতিটি ব্যবসায়ী, যিনি এই অধ্যাদেশ অনুসারে কর প্রদানে বাধ্য, নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মোট এবং করযোগ্য লেনদেন প্রদর্শন করে নির্ধারিত পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করবে, কর প্রদানের প্রমাণসহ। এই ধারার অধীনে কর ব্যবসায়ীর নিকট রিটার্ন গ্রহণের তারিখ অথবা নির্ধারিত সময়সীমার শেষ তারিখে কোনো ডিমান্ড নোটিশ ছাড়াই প্রদানযোগ্য হয়ে যাবে।]"

৪০. ধারা ১৯(১১) ইনপুট ক্রেডিটের জন্য একটি বর্ধিত সময়সীমা অনুমোদন করেছে, যা কোন মাসে দাবি না করলে তা আর্থিক বছরের শেষে অথবা ক্রয়ের তারিখ থেকে নব্বই দিনের মধ্যে (যা যেটি পরে হয়) দাবি করা যাবে। ধারা ১৯(১১) অনুসারে বিধান ব্যবসায়ীর জন্য ইনপুট ক্রেডিট দাবি করার ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত সুবিধা। "দাবি করবে" শব্দের ব্যবহার অন্য কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না।

৪১. আবেদনকারীর পক্ষে পণ্ডিত উপদেষ্টা আদালতের সিদ্ধান্ত 'দল চাঁদ বনাম পৌর কর্পোরেশন, ভোপাল ও অন্য', ১৯৮৪ (২) এসসিসি ৪৮৬, উল্লেখ করেছেন। ওই মামলায় আদালত ১৯৫৫ সালের খাদ্য প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধ বিধিমালা ৯(জে) নিয়মের বিষয়ে বিবেচনা করছিল, যা জন বিশ্লেষকের প্রতিবেদন কপি দশ দিনের মধ্যে সরবরাহের বিধান রাখে। ঐ নিয়ম নির্দেশমূলক বলে গৃহীত হয়েছিল। ঐ মামলার প্রসঙ্গে এই আদালত নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছিল: -

".....কোন বিধান বাধ্যতামূলক নাকি নির্দেশমূলক তা নির্ধারণের জন্য কোনো প্রস্তুত পরীক্ষামূলক পদ্ধতি বা অপরিবর্তনীয় সূত্র নেই। বিধির মূল উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ বিধানের উদ্দেশ্য বিবেচনা করা আবশ্যক। এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

প্রদানকৃত বিধানের বাধ্যতামূলক না নির্দেশমূলক তা নির্ধারণে তার পরিণতির গুরুত্ব অপরিসীম এবং প্রায়শই এটি নির্ধারিত করে যে বিধানটি বাধ্যতামূলক না নির্দেশমূলক। যেখানে আইনের উদ্দেশ্য জনস্বার্থে কুপ্রবৃত্তি এড়ানো বা প্রতিরোধ করা, কিন্তু নির্দিষ্ট বিধানটি শাব্দিক অর্থে প্রয়োগ করলে সেই উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে, সেখানে সেই বিধানকে নির্দেশমূলক ধরা হবে, অর্থাৎ বিধান না মানার পাশাপাশি প্রমাণিত ক্ষতির উপস্থিতি থাকা প্রয়োজন যেন অভিযোগকৃত কাজ অকার্যকর ঘোষিত হয়। মনে রাখতে হয় যে অনেক নিয়ম, যদিও ভাষায় বাধ্যতামূলক বলে মনে হয়, তা অনেক সময় কেবলমাত্র সেইসব ব্যক্তিদের জন্য নির্দেশনা যারা জনসাধারণের কল্যাণে আইনানুগ কর্তব্য পালন করেন। যাদের উপর জনসাধারণের কর্তব্য অর্পিত, তাদের অবহেলা আইন ব্যাখ্যার মাধ্যমে জনস্বার্থের ক্ষতি এবং জনঅসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে না এবং আইনের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারে না। এই বিষয়টিও উপলব্ধি করা উচিত যে, কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা সবসময় শাস্তিমূলক সীমাবদ্ধতা নয় যার মধ্যে কাজ না করলে দণ্ডের ব্যবস্থা থাকে। খাদ্য মিশ্রণ প্রতিরোধ আইন, তখনকার স্থিতিতে, এর নিয়ম ৯(জ) খাদ্য পরিদর্শককে নির্দেশ করেছিল যে তিনি পাবলিক অ্যানালিস্টের প্রতিবেদন পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে নমুনা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে নিবন্ধিত ডাকের মাধ্যমে প্রতিবেদন পাঠাবেন। স্পষ্টতই এই ১০ দিনের সময়সীমা কোনো শাস্তিমূলক সীমাবদ্ধতা নয়, যার মধ্যে কোনো মামলা শুরু করতে হবে বা সময় শেষ হলে অধিকার অর্জিত হবে। ১০ দিনের এই সময়সীমা দ্রুত কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং নমুনা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে যথেষ্ট সময় দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল যেন তিনি পাবলিক অ্যানালিস্টের প্রতিবেদন চ্যালেঞ্জ করার ব্যবস্থা করতে পারেন, যেমন ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করে অন্য নমুনা কেন্দ্রীয় খাদ্য পরীক্ষাগারে পরীক্ষার জন্য পাঠানোর আবেদন। যেখানে নিয়ম না মানার ফলে ব্যক্তির পাবলিক অ্যানালিস্টের প্রতিবেদন চ্যালেঞ্জ করার অধিকার সম্পূর্ণরূপে হরণ হতো, সেক্ষেত্রে অভিযোগের যথার্থ কারণ থাকত, কারণ ক্ষতি স্পষ্টত প্রকাশ পেত। যেখানে কোনো ক্ষতি হয়নি সেখানে অভিযোগ করার কারণ ছিল না। আমি স্পষ্টতই মনে করি যে খাদ্য মিশ্রণ প্রতিরোধ বিধিমালা নিয়ম ৯(জ)

নির্দেশমূলক ছিল এবং বাধ্যতামূলক ছিল না.....।

৪২। এই আদালত উল্লিখিত মামলায় স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে যে, কোনো নির্দিষ্ট বিধান বাধ্যতামূলক নাকি নির্দেশমূলক তা নির্ধারণ করতে হবে সংশ্লিষ্ট বিধানের উদ্দেশ্য এবং আইনের কাঠামোর ভিত্তিতে। জনবিশ্লেষকের প্রতিবেদন জমাদানের দশ দিনের সময়সীমা নির্দেশমূলক হিসাবে ধরা হয়েছে কারণ জনসাধারণের দায়িত্বে নিয়োজিতদের অবহেলার জন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। এমন ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত নয় যা জনদুর্ব্যবহারকে উৎসাহিত করে, জনস্বস্তিতে বাধা দেয় এবং আইনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে। উক্ত মামলায় বিধিমালা ৯(জ)-এর ব্যাখ্যা তার নিজস্ব আইনি কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে ছিল এবং বর্তমান মামলার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব, আমরা এই মতামতে আসি যে ধারা ১৯(১১)-এ প্রদত্ত সময়সীমা বাধ্যতামূলক।

ইস্যু নং ৫

৪৩। আপীলকৃত পক্ষের পক্ষে শুনানি করা আইনজীবী একটি যুক্তি প্রদান করেছিলেন যে, আপীলকারী করদাতা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করার জন্য ধারা ১৯(১১)-এ প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে তা না করায় তার যথাযথ ব্যাখ্যা রয়েছে, অতএব কর্তৃপক্ষের সময় বাড়ানোর অধিকার ছিল। বলা হয় যে ধারা ১৯(১১)-এর মধ্যে থাকা সময়সীমা বিধি সীমাবদ্ধতার আইনের সদৃশ নয়। আমরা ইতিমধ্যে নির্ণয় করেছি যে ধারা ১৯(১১)-এ ব্যবহৃত "শাল" শব্দটি বাধ্যতামূলক এবং ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করার জন্য এর পূর্ণতা অপরিহার্য। আপীলকারী এই আদালতের ১৯৮৬ সালের একটি রায়, 'সুরিন্দর সিং বনাম কেন্দ্র সরকার ও অন্যান্য' উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করেছেন। আইনজীবী বলেছেন যে উক্ত মামলায় কেন্দ্র সরকার, যা 'স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের (ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন) আইন, ১৯৫৪' অনুসারে ক্ষমতা প্রয়োগ করছিল, তাকে নিলাম অর্থ জমাদানের সময় বাড়ানোর অধিকার দেওয়া হয়েছিল। উক্ত মামলায় কেন্দ্র সরকারের কর্মকর্তা ধারা ৩৩ অনুযায়ী পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করছিলেন। মামলার ঘটনা অনুচ্ছেদ ৯-এ নিম্নরূপ উল্লেখ রয়েছে:

"৯। দ্বিতীয় প্রশ্নটি সংশ্লিষ্ট যা শ্রী রজনীকান্ত নামে কর্মকর্তার আদেশের বৈধতা সম্পর্কিত, যিনি ধারা ৩৩ অনুসারে ক্ষমতা গ্রহণ করে আপীলকারীর নিলাম-বিক্রয় অর্থ জমাদানের সময় বাড়িয়েছিলেন। শ্রী রজনীকান্ত ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ তারিখে কেন্দ্র সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে ক্ষমতা প্রয়োগ করে আগস্ট ১৯৫৯-এ অনুষ্ঠিত নিলাম বাতিলের আদেশ বাতিল করে আপীলকারীকে আদেশের তারিখ থেকে পনের দিনের মধ্যে বাকী ক্রয় মূল্য জমা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন,

যেখানে ব্যর্থ হলে তার আবেদন খারিজ হবে বলে শর্ত ছিল। উক্ত আদেশ অনুযায়ী আপীলকারী ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ পর্যন্ত অর্থ জমা দেওয়ার অধিকারী ছিলেন। জানা গেছে, আপীলকারীর অনুরোধে অফিস একটি চালান প্রস্তুত করেছিল যা ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ পর্যন্ত বৈধ ছিল। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০-এ আপীলকারী ব্যাংকে গিয়ে অর্থ জমা দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ভিড়ের কারণে তিনি জমা দিতে পারেননি। তার আবেদন মঞ্জুর করে শ্রী রজনীকান্ত সময় বাড়িয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ পর্যন্ত অর্থ জমা দেওয়ার অনুমতি প্রদান করেন, যার ফলে একটি নতুন চালান প্রস্তুত করা হয় যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ পর্যন্ত বৈধ ছিল এবং ওই সময়ের মধ্যে আপীলকারী বাকী ক্রয় মূল্য জমা দেন.....”

৪৪। রায়ের অনুচ্ছেদ ১০-এ ধারা ৩৩ উদ্‌ধৃত হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ: —

"১০। ধারা ৩৩-এর পাঠ্য নিম্নরূপঃ

"কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট অবশিষ্ট ক্ষমতা — কেন্দ্রীয় সরকার যেকোনো সময় এই আইন অনুযায়ী পরিচালিত কোনো মামলার নথি সংগ্রহ করতে পারে এবং তার মতে মামলার পরিস্থিতি অনুযায়ী এমন আদেশ দিতে পারে যা আইন বা এর অধীন গঠিত নিয়মাবলীর কোনো বিধানের সঙ্গে বিরোধী নয়।"

৪৫। উপরে উল্লিখিত মামলায় এই আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট অফিসার ধারা ৩৩ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করছিলেন এবং অধীনস্থ কর্তৃপক্ষের আদেশ বাতিল করার ও আবেদনকারীক বাকি ক্রয়মূল্যের টাকা জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার পর্যাপ্ত ক্ষমতা ছিল। ধারা ৩৩ অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা পরীক্ষা করার সময় নিম্নোক্ত মন্তব্য করা হয়েছিল:

"১১। এই বিধানের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে অবশিষ্ট ক্ষমতা স্বরূপ, যেমন ধারা শিরোনাম নির্দেশ করে। সংসদ এই ধারা প্রণয়ন করে কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছে যে তারা যেকোনো মামলার নথি দাবি করতে পারে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যেকোনো আদেশ দিতে পারে। এই ক্ষমতা প্রয়োগের একমাত্র সীমাবদ্ধতা হলো,

কেন্দ্রীয় সরকার এমন কোনো আদেশ দিতে পারবেন না যা আইনের বিধান বা তার অধীনে গঠিত নিয়মাবলীর সঙ্গে বিরোধী হয়। অতএব, কেন্দ্রীয় সরকার বা তার অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ অধীনস্থ কর্তৃপক্ষের যেকোনো আদেশ বাতিল করার বা মামলার পরিস্থিতি অনুযায়ী যেকোনো নির্দেশনা জারি করার ক্ষমতা রাখে, উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে। এই ক্ষমতা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং কারো প্রতি অনিচ্ছাকৃত কঠোরতা কমানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার জন্য তৈরি হয়েছে, যা কেবলকার কূটকৌশলের শিকার নয়। শ্রী রজনীকান্ত ধারা ৩৩ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগকালে অধীনস্থ কর্তৃপক্ষের আগস্ট ২৪, ১৯৫৯ তারিখের নিলামের আদেশ বাতিল করার আদেশ বাতিল করার এবং আবেদনকারীকে বাকি ক্রয়মূল্য জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার পর্যাপ্ত ক্ষমতা ছিল এবং তিনি পূর্বে প্রদত্ত সময়সীমা বৃদ্ধির ক্ষমতাও রাখেন। টাকা জমা দেওয়ার জন্য সময়সীমা বৃদ্ধি পূর্বের ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ সালের আদেশের পুনর্বিবেচনার অর্থ বহন করে না।"

৪৬। উপরের মামলাটি তার নিজস্ব ঘটনাবলীর ভিত্তিতে এই আদালত রায় দিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অবশিষ্ট ক্ষমতার ব্যবহার করে, এই ধরনের আদেশ জারি করার এখতিয়ার তার রয়েছে, যেভাবে মামলার পরিস্থিতি দাবি করে। তামিলনাড়ু মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০০৬-এর পরিকল্পনায়, আইনের আওতায় কোনও কর্তৃপক্ষকে ধারা ১৯(১১) এর বাধ্যতামূলক শর্তাবলী শিথিল করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। কর সংক্রান্ত আইনকে কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়। কোনও কিছু যোগ করা যাবে না, কোনও কিছু ইঙ্গিত করা যাবে না এবং কর আইনের ভাষাকে সুষ্ঠুভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কর আইনে প্রদত্ত সুবিধাগুলি নির্ধারিত শর্তাবলী এবং বিধিনিষেধ অনুযায়ীই প্রদান করতে হবে। আইন কোনও সময়সীমা বাড়ানোর ইঙ্গিত না দেয়া থাকার কারণে, যা ইনপুট কর শোধের দাবির জন্য শর্ত হিসেবে থাকে, মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সময়সীমা বাড়ানো যেতে পারে এই দাবিটি ভিত্তিহীন এবং গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়ের সংখ্যা ৫ অনুযায়ী উত্তর দেওয়া হলো।

৪৭। হাই কোর্ট ইতিমধ্যেই লিখিত আবেদনকারীদের, যাদের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে, তাদের জন্য বিধিবদ্ধ আবেদন এবং আপত্তি দাখিল করার সুযোগ দিয়েছে, যা আবেদনকারীদের স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষা করে।

৪৮। অতএব, আমরা হাই কোর্টের রায়ে কোনও ত্রুটি দেখতে পাই না। সকল আবেদন মঞ্জুর করা হলো।

নিধি জৈন **আবেদন মঞ্জুর।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal